

 পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী নির্দলদের তৃণমূলে নেওয়া নিয়ে অভিষেক-কুণালের দুই মাত নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রতিক্রিয়া দিলেন দিলীপ ঘোষ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

 আবারও মুখ পুড়লো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের। আগে একবার একলক্ষ টাকা জরিমানার মুখে পড়ে বিশ্বভারতী। এবার ২৫ হাজার টাকা জরিমানা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

 প্রাবনের আশঙ্কার সঙ্গে দিল্লিতে পানীয় জলের সঙ্কট। যমুনার জলে বহু এলাকা প্রাণিত হওয়ার কারণে বন্ধ দিল্লির একাধি জল পরিশোধনাগার কেন্দ্র। ...বিস্তারিত পাতা ৬

 কে বলবে তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। যদিও এই প্রথম নয়, তিনি এর আগেও টেনিস দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন। কথা হচ্ছে কার্লোস আলকারাজকে নিয়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ভাঙড়ে ফের বিস্ফোরণ, দক্ষ ও আইএসএফ সমর্থক

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১৩ জুলাইঃ হিংসা থামার যেন নামগন্ধ নেই ভাঙড়ো। এবার ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলে ব্যাপক বিস্ফোরণ। ঘটনায় চার জন আইএসএফ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। কারও, হাত, কারও পা, কারও শরীর বীভৎসভাবে পুড়ে বলসে গিয়েছে। বোমা বাঁধতে গিয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। অভিযোগ আহতেরা একটি গাড়ি করে কলকাতা পালিয়ে আসছিল। পথে বাসন্তী হাইওয়ের কাটাতলায় তাঁদের গাড়ি আটক করে কলকাতা লেলার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। আহতদের অবস্থা দেখে রীতিমতো চমকে যান উপস্থিত সকলে। আহতদের চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে শব্দের খবর। ভোটের মনোনিয়ন পর্ব থেকে শুরু করে ভোট পর্ব মিটে যাওয়ার পরও, দফায় দফায় অশান্তি ছড়িয়েছে ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকায়। মনোনিয়ন পর্বেই ভাঙড়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। ভোটের দিন মোটের উপরে কম ঘটনাবল্ থাকলেও গণনার দিন থেকে ফের উত্তপ্ত হতে শুরু করে নগশাদ-আরাবুল-শওকতের এলাকা। গত মঙ্গলবার কাটািলিয়া হাইস্কুলের বাইরে মুডি মুড়কির মতো বোমা পড়ে। কার্যত অসহায় অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন সেদিন রাতে সেখানে উপস্থিত পুলিশকরীরাও। ঘটনার তীব্র নিন্দা করতে শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেতা



শওকত মোল্লাকে। এদিকে সেদিনের ঘটনার শিবিরেই তদন্ত দাবি করেছেন নগশাদ। এরপর ফের এবার সেই ভাঙড়েই ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়ার চকমরিচা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন। তৃণমূলের বিধায়ক শওকত মোল্লার কথায়, চকমরিচা গ্রামে বোমা বাঁধতে গিয়ে ৩ জন আইএসএফ কর্মী আহত হয়েছেন। গ্রামের লোকজন কাটাতলায় তাঁদের ধরে ফেলে। এরপর পুলিশের হাতে তুলে দেন। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। পুলিশের কাছে আমরা প্রশ্ন, কীভাবে আইএসএফের কর্মীরা এখনও বোমা বাঁধছে? আর নগশাদ সিদ্ধিকে বলব, কোথা থেকে উনি এত বোমা, বন্দুক সাপ্লাই দিচ্ছেন, উত্তর দিন। এই উত্তর আমরা চাই।

আদালতের ভর্ৎসনার পর বিএসএফ-এর সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যসচিব, দিলেন সহযোগিতার আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ আদালতে ভর্ৎসনার পর অবশেষে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকে বসল রাজ্য প্রশাসন। বৃহস্পতিবার নবাবে বিএসএফের আইজি সতীশচন্দ্র বৃদোকোটির সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্মার্টসিটিবি বিপি গোপালিকা, রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালবাসহ পদস্থরা। বৈঠকে রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্য পঞ্চায়েত ভোট শেষ হলেও থামেনি হানাহানি। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে আরও ১০ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যে



ভোট হিংসা নিয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেয় বিএসএফ। তাতে উল্লেখ করা হয়, ভোটে নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহারের কোনও পরিকল্পনা ছিল না কমিশনের। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে যে বাহিনী পৌঁছেছে তাকে পাঠানো হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আবার দক্ষিণবঙ্গের বাহিনীকে পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গে। এভাবে সময় নষ্ট করা হয়েছে। এর পরই আদালত নির্দেশ দেয়, রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা থামাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করতে হবে। দ্রুত আধাসৈন্যের আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যসচিবকে বৈঠক করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের রূপরেখা তৈরি

করতে হবে। আদালতের নির্দেশে পরদিনই বিএসএফের নোডাল অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মুখ্যসচিবসহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিনের বৈঠকে রাজ্যে হিংসা থামাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্য পুলিশের সহযোগিতা ছাড়া উপদ্রুত এলাকায় কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে জেলা স্তরে তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, সমস্ত জেলাকে হিংসা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ



দেওয়া হয়েছে। যে সব জায়গায় হিংসার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মজুত রাখতে হবে। উপদ্রুত এলাকায় রুট মার্চ করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আদালতের নির্দেশে তেতো গেলার মতো এই বৈঠকের কোনও সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় কি না সেদিকে নজর থাকবে সবার। এদিকে বিএসএফ সূত্রে জানা যাচ্ছে, নির্বাচন পরবর্তী সময়েও প্রত্যেকটি জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। কোথাও কোনও ঝামেলার অভিযোগ উঠে এসে, বাহিনীর জওয়ানরা যাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান, সেই মতো বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। একেবারে ব্রক স্তর পর্যন্ত সজাগ নজর রাখছে বাহিনী।

রাজ্যজুড়ে প্রচুর আসনে ফের পঞ্চায়েত ভোট! ফলপ্রকাশের পরেই বড় ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ রাজ্য জুড়ে একাধিক আসনে ফের পুনর্নির্বাচন হবে। এদিন এমনটাই জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। হাওড়ার সাঁকারহিলে মানিকপুর ও সারেস্কার ১৫টা বুথে ফের নির্বাচন হবে। এখানেই তৃণমূল বিধায়ক প্রিয়া পালের বিরুদ্ধে ব্যালট ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল। পঞ্চায়েত আইনের ৬৮ নং ধারার উপধারা-২ এর অনুচ্ছেদ-বি অনুযায়ী কমিশন এই ১৫টি বুথে নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। সাঁকারহিল ১২ বুথ, সারেস্কা ৬ বুথ, মানিকপুর ৯, সারেস্কা ৬ বুথ এবং একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়ার চারটি বুথ এবং সিদ্ধিরের বেড়াবেড়ি বুথেও নির্বাচন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। হাবড়ায় বৃহকুন্ডা তিনটি বুথে এবং গুন্ডা একটি বুথে ভোট বাতিল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাজ্যের



৬৯৬টি বুথে পুনর্নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। গত শনিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে হিংসার উত্তপ্ত

জেলা প্রশাসনের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে কোন জেলায় কতগুলি বুথে পুনরায় ভোট হবে, তার তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলে তিনটে স্তরেই দেখা গেছে ঘাসফুলের দাপট। রাজ্যজুড়ে সবুজ ঝড়ের মধ্যেই উল্টো ছবি পূর্ব মেদিনীপুরের শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতিতে। তৃণমূলের হাত থেকে এই পঞ্চায়েত সমিতিটি ছিনিয়ে নিল বিজেপি। ১৯৯৮ সাল থেকে তমলুক-২ পঞ্চায়েত সমিতি শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতি নামে পরিচিত। ২০০৮ সালে প্রথমবারের জন্য এই পঞ্চায়েত সমিতিতে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই থেকে টানা ১৫ বছর এটি তাদের দখলেই ছিল। অবশেষে জোড়া ফুলের বদলে এখানে ফুল পদ্মফুল।

‘সীমাকে ফেরাতে হবে পাকিস্তানে, নাহলে ফের ২৬/১১’, হুমকি মুম্বই পুলিশকে

মুম্বই, ১ জুলাইঃ প্রায় এক মাস আগে, গ্রেটার নয়ডার এক বাসিন্দার প্রেমে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন পাকিস্তানি নাগরিক সীমা গোলাম হায়দার। বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই), তাঁকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে, হুমকি ফোন এল মুম্বই পুলিশের কাছে। ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে। হুমকি ফোন কলটি এসেছিল মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের কাছে। এরপরই, মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা এই বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছে। অপরাধ দমন শাখার সন্দেহ, ফোনটি সম্ভবত ভুয়ো। তবে এই বিষয়ে কোনও ব্যক্তি নিতে চাইছে না মুম্বই পুলিশ। পুলিশের এক পদস্থ কর্মী বলেছেন, “কন্ট্রোল রুমে যে হুমকি ফোনকলগুলি আসে, তার প্রত্যেকটিতে আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখি। কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সেই ফোনকলের বিষয়ে পদ্ধতি মেনে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হয়।” চলতি মাসের শুরুতেই, সীমা গোলাম হায়দারের অল্পত কাহিনি ছড়িয়ে পড়েছিল টোকে দুনিয়ায়। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের রিদ্ব হাজনা গ্রামের এই বাসিন্দা চার সন্তানের মা।



অবৈধভাবে তিনি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর, কোনও পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই সচিন মীনার বাড়িতে প্রায় একমাস ধরে বসবাস করা শুরু করেছিলেন। জুন মাসের মাঝামাঝি সীমাকে অভিযান আইন লঙ্ঘন করে ভারতে প্রবেশের জন্য গ্রেফতার

করেছিল উত্তর প্রদেশ পুলিশ। তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সচিন ও তাঁর বাবাকেও। বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং তাঁর অতীত জীবনের প্রেক্ষিতে সীমা হায়দার পাক গুপ্তচর সংস্থা, পাকিস্তানে ফিরতে চান না। সচিনের সঙ্গে ভারতেই সংসার করতে চান। এই পরিস্থিতিতেই এই হুমকি ফোনকল এসেছে। হুমকি ফোনকলটির বিষয়ে উত্তর প্রদেশ পুলিশকেও খবর দিয়েছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। তবে, এখনও এই বিষয়ে কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, এদিন মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের হেল্পলাইন নম্বরে একটি হোয়াটসঅ্যাপ কল আসে। উদ্ভূত বলা হয়, সীমা হায়দার পাকিস্তানে ফিরে না এলে ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে। ২৬/১১-র মতো সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য প্রস্তুত থাকুন। এই হামলার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার দায়ী থাকবে। পুলিশের মতে, কলটি করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কারণ ফোন নম্বরের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোড +১ ছিল। পুলিশকর্তাদের সন্দেহ, যাতে কলারের অবস্থান শনাক্ত না করা যায়, তার জন্য কোনও অ্যাপ ব্যবহার করে কলটি করা হয়েছে। অপরাধ দমন শাখার এক কর্মী বলেছেন, “এই মুহুর্তে, কোনও সন্ত্রাসবানাই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সাইবার সেল কলারের আইপি অ্যাড্রেস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।”

পাকিস্তানে ফিরতে চান না। সচিনের সঙ্গে ভারতেই সংসার করতে চান। এই পরিস্থিতিতেই এই হুমকি ফোনকল এসেছে। হুমকি ফোনকলটির বিষয়ে উত্তর প্রদেশ পুলিশকেও খবর দিয়েছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। তবে, এখনও এই বিষয়ে কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, এদিন মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের হেল্পলাইন নম্বরে একটি হোয়াটসঅ্যাপ কল আসে। উদ্ভূত বলা হয়, সীমা হায়দার পাকিস্তানে ফিরে না এলে ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে। ২৬/১১-র মতো সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য প্রস্তুত থাকুন। এই হামলার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার দায়ী থাকবে। পুলিশের মতে, কলটি করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কারণ ফোন নম্বরের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোড +১ ছিল। পুলিশকর্তাদের সন্দেহ, যাতে কলারের অবস্থান শনাক্ত না করা যায়, তার জন্য কোনও অ্যাপ ব্যবহার করে কলটি করা হয়েছে। অপরাধ দমন শাখার এক কর্মী বলেছেন, “এই মুহুর্তে, কোনও সন্ত্রাসবানাই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সাইবার সেল কলারের আইপি অ্যাড্রেস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।”

রাজ্যভাগ হবে কি না সেটা সংবিধান বলবে অনন্ত মহারাজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়ে রাজ্য ভাগ নিয়ে প্রশ্নের মুখে সারধনী জবাব দিলেন অনন্ত মহারাজ। বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বিধানসভায় এসে মনোনয়ন পেশ করেন তিনি। এর পর তিনি বলেন, রাজ্য ভাগ হবে না এক থাকবে সেটা সংবিধান বলবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আসনের রাজ্যভাগের নেতা অনন্ত মহারাজ। মনোনয়ন পেশ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, “রাজ্যসভায় যাই। তার পর পৃথক রাজ্যের দাবির আনন্দ নিয়ে আলোচনা করব। রাজ্য ভাগ হবে কি না সেটা সংবিধান বলবে। এখন এর থেকে বেশি বলব না। উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার স্বীকার কি না সেটাও সময় বলবে।” তিনি বলেন, “রাজ্যসভায় যেতে গেলে ভালো লাগছে। আমরা ওপর একটি বড় দায়িত্ব দেওয়া হল। আমি মানুষের কথা রাজ্যসভায় তুলে ধরার চেষ্টা করব। দল যেভাবে নির্দেশ দেবে সেভাবে কাজ করব। রাজবংশীদের প্রতিনিধি হিসাবে অবশ্যই তাদের জন্য কাজ করব।” গত মঙ্গলবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগণনা চলাকালীন কোচবিহারের চককায় অনন্ত মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন স্থানীয় সাংসদ নিশীথ অধিকারী। বেরিয়ে এসে তিনি জানান, অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি তা গ্রহণ করেছেন। আগামী ২৬ জুলাই রাজ্যে রাজ্যসভা নির্বাচন। আগামী মাসে রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় ৬টি আসন খালি হচ্ছে। এছাড়া তৃণমূল সাংসদ লুইজিনহো ফেরেইরো পদত্যাগ করায় আসে থেকেই একটি আসন ফাঁকা রয়েছে। মোট ৭টি আসনের মধ্যে ৬টিতে তৃণমূলের জয় পাবে। একটি আসনে যাবে বিজেপির দখলে। সেই আসনে রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় বিজেপির প্রথম সাংসদ হিসাবে যাচ্ছেন অনন্ত মহারাজ।

ব্যালট পেপার রাস্তায় পড়ে! নির্বাচনে স্বচ্ছতা কোথায়? কমিশনকে ভর্ৎসনা বিচারপতির



বলেন, সে বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। কিন্তু এত হিংসা হচ্ছে কেন? জানতে চান বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাহলে কি নির্বাচনে জেতাকে কেউ কেউ তাঁদের উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে মনে করেছেন? সে কারণেই কি এত হানাহানি? গণনার দিন জঙ্গিপাড়ার ডিএনএ হাইস্কুলের পাশের রাস্তায় এক গুচ্ছ ব্যালট উদ্ধার হয়। সেই ব্যালট নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন সিপিএম প্রার্থী। মামলার বিডিও-কেও তলব করা হয়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সিনহার এজলাসে হাজির হন জঙ্গিপাড়ার বিডিও। গণনা কেন্দ্রের বাইরে রাস্তায় এই ব্যালট পেপার পড়ে থাকা নিয়ে বিচারপতি প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ব্যালট পেপারগুলি তিনি প্রিন্সাইডিং অফিসারকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তার পর আর তাঁর দায়িত্বে সেগুলি ছিল না। রাস্তা থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যালট পেপারগুলিতে প্রিন্সাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ছিল। বিচারপতি সংশ্লিষ্ট প্রিন্সাইডিং অফিসারের নাম ও ঠিকানা লিখে দিয়ে যেতে বলেন। তাঁর প্রশ্ন, সেই করা ব্যালট পেপারগুলি কী ভাবে বাইরে এল? কোন কার্যচুপি করা হয়নি তো? মামলাকারী মহম্মদ শাহিন শেখের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে বলেন, “ব্যালট পেপারগুলি ভুয়ো হতে পারে। ভুয়ো ব্যালটেই হয়তো ছাপা ভোট পড়েছে।” শুনানিতে কমিশনের আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, “ভোট মিটে গিয়েছে। এখন তো নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করা উচিত।” কমিশনের আইনজীবীরকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বিচারপতি প্রশ্ন, “একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বলুন, এখনও পর্যন্ত কটা নির্বাচনী পিটিশনের সুরাহা হয়েছে? পিটিশনের খরচ কে জোগাবে?” ব্যালট পেপার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আপনাদের অফিসার বলছেন ব্যালট পেপার রাস্তায় পড়েছিল। সেগুলোতে প্রিন্সাইডিং অফিসারের সইও ছিল। তারপরও কেন কমিশন অস্বীকার করতে চাইছে? আদালত অনেক ধৈর্য ধরছে। ব্যালট পেপার রাস্তায় পড়ে। কোথায় নির্বাচনের স্বচ্ছতা?” এই মামলার বিচারপতি ২০ জুলাইয়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে। গণনা কেন্দ্রে ভিতর ও বাইরের ফুটেজ চাওয়া হয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২৪ জুলাই।

মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে দাবি বিজেপির প্রতিনিধিদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা কবলিত বসিরহাট পরিদপ্তরে পদে রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের প্রধান রবিশংকর প্রসাদ বলেন, “সাধারণ মানুষের জীবন ও

‘রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে আবেদন করেছি, সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া যেখানে হামলা হয়েছে সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা ছোঁকা প্রয়োজন মনে হবে। আপনি সেই সব জায়গা পরিদর্শন করুন। কোথাও তো বিচার হওয়া উচিত। মমতায় রাজ্যে সুবিচারের আবেদন জানানোর



সম্পত্তির সুরক্ষা ও অভিমুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। রাজ্যপালের কাছে আমরা এই আবেদন জানিয়েছি।” রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার কলকাতা পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বিজেপির ৫ সদস্যের পর্যবেক্ষক দল। এদিন কলকাতায় কলকাতায় রাজভবনে গিয়ে সেটা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমরা এখানকার মানুষের যত্নগার

সুযোগও শেষ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ আক্রান্তদের সুবিচার প্রাপ্তে চায় না, প্রশাসন শোনে না। এরা সবাই ওনার সরকারের অপরাধমূলক আচরণের সাক্ষি হয়ে পড়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের।” তিনি বলেন, “যেখানে তৃণমূলের সঙ্গে রাজ্যপাল পৌঁছেছে চলেছে সেখানেও পুলিশ পদক্ষেপ করছে না। আমরা এটা রাজ্যপালকে জানিয়েছি। রাজ্যপাল কী করবেন সেটা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমরা এখানকার মানুষের যত্নগার কথা তুলে ধরেছি।”

‘পিস রুম’এ জমা পড়া ৭,৫০০ অভিযোগ হাইকোর্টে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক হিংসায় আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে রাজভবনে পিস রুম খুলেছিলেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। সেই পিস রুমে জমা পড়া সমস্ত অভিযোগ কলকাতা হাইকোর্টে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন, এই অভিযোগগুলির শুনানি না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। রাজভবনে সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজভবনের পিস রুমে ভোটের ফলপ্রকাশের দিন পর্যন্ত প্রায় ৭,৫০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। এই সমস্ত অভিযোগ কমিশন ও মুখ্যসচিবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত অভিযোগ এবার হাইকোর্টে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা বলেন, রাজ্যপালের পাঠানো সমস্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করা হয়েছে। কাকে সেক্ষতা জানাব? তার কোনও স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। গত ১৭ জুন রাজভবনে পিস রুম চালু করেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক হিংসার শিকার ব্যক্তিরা এই পিস রুমে ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারতেন বলে রাজভবনের তরফে জানানো হয়। তাঁরা পর রোজ পিস রুমে কয়েক শ করে অভিযোগ জমা পড়েছে। আক্রান্ত মানুষের সেই সব অভিযোগ রাজ্য প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল। এবার সেই অভিযোগের বিচার হবে আদালতে।

মুক্তির আগেই হক্কা হাঁকাচ্ছে ’’জওয়ান’’

মুন্সাই, ১৩ জুলাইঃফের রাজকীয়ভাবে দশকদের কাছে ধরা দিতে চলেছেন শাংরুখ খান। পাঠান’’-র পর মুক্তি পেতে চলেছে কিং খানের নতুন ছবি ’’জওয়ান’’। ছবির মুক্তির আগেই ছবি ঘিরে দশকের মধ্যে তৈরি হয়েছে উদ্মানা।ছবির প্রিভিউ প্রকাশে আসার তিন দিনের মধ্যে যা ১০০ মিলিয়নেরও বেশি ভিউ। হিন্দি, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় ৭ সপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। শাংরুখ ছাড়াও বিজয় সেতুপতি, নয়নতারা, প্রিয়মণি, সানায়়া মালহোত্রার ঝলক নিলেছে প্রিভিউতে। চেরি অফ ডা কেক হিসেবে দেখা ’’জওয়ান’’- এর প্রিভিউ সবার প্রথম সলমন খানকে দেখিয়েছিলেন কিং খান।

দিল্লিতে যমুনার জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে, জল পৌঁছেছে আশেপাশের এলাকায়

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : রাতের বেলায় যমুনার জলস্তর আরও বেড়ে যাওয়ায় দিল্লির নিচু এলাকাগুলি ছাপিয়ে শহরের ভিতরে জল ঢুকতে শুরু করেছে। বন্যার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় যমুনার জলস্তর ছিল ২০৮.৪৬ মিটার। বর্তমানে জলের স্তর বিপদসীমার ৬ মিটার উপরে। হরিয়ানাের হাতিনী কুন্ড ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় জলস্তর বাড়ছে।যমুনার জলস্তর বৃদ্ধির কারণে যমুনা তীর মেট্রো স্টেশনে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।দিল্লি মেট্রোর তরফে টুটুটি করে জানানো হয়েছে, যমুনা ব্যাক মেট্রো স্টেশনের লাইনে জল জমে থাকা কারণে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনা করার সময় বিকল্প রুট ব্যবহার করুন।বৃষ্টির কারণে জল জমে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় যানজটের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। শান্তিপার্ক এলাকায় ঘটনার পর ঘণ্টা জামের মধ্যে পড়ছেন মানুষ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ওয়াজিরাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন করবেন। বন্যার কারণে এই প্ল্যান্টটি বন্ধ হয়ে গেছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছেন, যে সমস্ত এলাকায় জল জমেছে সেখানে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হোক।বৃথবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেন। যে যমুনা নদীর পাড়ে নিচু এলাকাগুলিতে যারা বসবাস করেন, তারা যেন দ্রুত এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় অস্থায়ী তীব্র ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানেই সাধারণ মানুষকে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করেন কেজরীবাল। তিনি জানান, বোট ক্লাব, মনেস্টি মার্কেট, যমুনা বাজার, গীতা ঘাট, খাভ্ডা কলোনি, মঞ্জু কা টিলা থেকে ওয়াজিরাবাদ, ময়ূর বিহার প্রাবিত হওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ যেন দ্রুত নিরাপদ আশ্রয় নেন। একইসঙ্গে তিনি সকলের কাছে অনুরোধ করেন, কেউ যেন বন্যার জল দেখতে না যান। কোন প্রমুনা নদীর জলস্তর অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়ছে। ফলে যেকোনও সময়ে বিপত্তি ঘটতে পারে।

বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪৮ জন



নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই :বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪৮জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪০৭-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাসীলন রয়েছে ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৩।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সূস্থ হয়েছে৪,৪৪৬,৬১,৩৯৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় টিকা পেয়েছেন ৮১৪ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৬,২৫৯ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৯,৯১১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যান্শেল টেস্ট করা হয়েছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী আমাদের দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ

নয়াদি্ল্লি, ১৩ জুলাই :ভারত বৈচিত্র্যের দেশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একাই আমাদের পরিচয়। এই বৈচিত্র্য বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ‘ ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর মন্ত্র দিয়েছেন। আমরা এমন একটি ভারতের কল্পনা করছি, যেখানে প্রতিটি ভারতীয় জীবনযাপনের উন্নত মান নিয়ে সজাগ। দেশের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে, এমনকি সামাজিক কাঠামোর শেষ প্রান্তে যারা রয়েছেন, তাঁদের কাছেও উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ভারত সরকার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, যা দেশের মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী আমাদের দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ‘ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ হবে না’। ভারত সরকার আদিবাসীদের নৈতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং উপজাতীয় সংগঠনগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে আদিবাসীদের স্বাস্থ্য ও উন্নয়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সিকল সেল সেল ভাষাতত্ত্ব আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ। এটি এমন এক জিনগত অসুখ, যেখানে কোনো ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকার বিকৃত হয়ে কাস্টের মতো আকার ধারণ করে। এই রোগটি সাধারণত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। এর ফলে তাদের ভবিষ্যত এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। তাই সময় মতো

এই রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা একটি আবশ্যিক। পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই জিনঘটিত রোগ প্রতিরোধের তেমন জোরদার প্রয়াস চালায়নি। তাই ইতালি, জাপানের মতো বিভিন্ন দেশে যেখানে এই রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে, সেখানে ভারত এখনও এরসঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ থেকে সিকল সেলের অভিশাপ নির্মূল করতে ২০২৬-২৪ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে ‘ সেল অ্যানিমিয়া’এলিমিনেশন মিশন ২০৪৭’ -শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।মানবদেহে সিকল সেল রোগ দুভাবে থাকতে পারে। এরমধ্যে একটিতে রোগের কোনো উপসর্গ দেখা যায়না, আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিকল সেলের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পায়। দেশের ১৬টি রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে এই রোগের প্রকাশ বেশি। চারটি রাজ্য বিহার, অসম, উত্তরাখন্ড এবং উত্তরপ্রদেশেও এর আংশিক প্রকাশ রয়েছে।সিকল সেল ডিজিজ আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ব্যাথা, ক্লান্তি, রক্তাক্ততা সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তাঁর জীবনযাত্রার ওপর গভীর ছাপ ফেলে। সিকল সেল জনিত রক্তাক্ততা দূর করার জন্য দুধাণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথম পর্যায়টি প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়ে সচোজাত শিশুরা যাতে এতে আক্রান্ত না হয় তা নিশ্চিত

করার চেষ্টা চালায়। দ্বিতীয় পন্থায় যারা ইতোমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা যাতে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।সিকল সেল বৈশিষ্টযুক্ত দুজন ব্যক্তি যদি একে অপরকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা থাকে। তাই বিয়ের আগে সিকল সেলের পরীক্ষা করলে এই রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব। রাজ্যগুলি এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ১৭টি রাজ্যের প্রায় ২০০টি জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিকল সেল আক্রান্তদের চিহ্নিত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় ৪০ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হবে। বৃহ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল রোগ নির্মূল করা। চিহ্নিত করার পর সিকল সেল আক্রান্তদের স্থানীয় ভাষায় স্মার্টকার্ড প্রদান করা হবে। এরফলে একজন সহজেই বুঝতে পারবেন, তার সঙ্গীকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের সিকল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা।এই সম্পূর্ণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, এতে মানুষজনের অংশগ্রহণ এবং এসংক্রান্ত সচেতনতাব্যাপক প্রসার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সিকল সেল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত

উনি সব দেখতে পান না, শুনতে পান নাঃদিলীপ ঘোষ



দিলীপ ঘোষ বলেছেন, শাসক দলের লোকদের ইশারায় তিনি নাচতে পারেন তাই তাকে কমিশনার করা হয়েছিল। এই কমিশনার যখন থেকে নিযুক্ত, তবে থেকেই বিতর্কে। আর নিয়মিত আদালতের ধমক খেয়ে যাচ্ছেন। তার কোনও পরিবর্তন নেই। উনি ভোটের আগে এবং ভোটের পরেও একইরকম আছেন। কথা বললে উত্তর না দিয়ে নির্বাক হয়ে যান। বোঝাই যাচ্ছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে কমিশনার করা হয়েছিল সেটাই উনি করতে বাধ্য হয়েছেন। ওনার কাছে রোল ছিল না। উনি রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। যারা পরিচালনা করছেন, তারাও বলছেন, আমাদের

কোনও দোষ নেই। প্রতিদিন আলালত তাকে ভর্সনা করলেও সে আগের মতোই থেকে যান।কেদ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও ভাঙড়ের অশান্তি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও ভাঙড় অশান্তি চলছে। বাহিনীর যিনি প্রমুখ, তিনি আগেই বলেছেন, তার কাছে পশ্পরকাতর বৃথের লিস্ট ছিল না। কোথাও যেতেও বলা হয়নি। ওনারা নিজে থেকে কিছু জায়গায় গেছেন। এদের অনীহা ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীতে। সেখানে পাঞ্জাব পুলিশ ছিল। পুলিশকে কেনা যায়, বেচা যায়। সেজন্যই হয়তো অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ এনে ওখানে বসানো

হয়েছিল। তারা নির্বাক হয়ে ছিল। দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল। ভাবুন একবার। ৬২ হাজার লুণ্ঠে ভেট। তারমধ্যে শুধু রাজভবনেই অভিযোগ সাড়ে ৭ হাজার। একেই হাজার হাজার অভিযোগ কমিশনের কাছে বা বিডিওর কাছেও এসেছে।সুরাহা হয়নি। অভিযোগ স্বীকার করাও হয়নি। গভনার যিনি বিডিওরা ফোন নামিয়ে রেখেছেন, সেই আদিবাসী লোককে অভিযোগ এলে তারা বলেছে আমরা বিডিওকে বলে দিয়েছি। যা করার ওরা করবে। রি কাউন্টিং দেয়নি। আর ৮৫ ভোটে আমরা জিতেছি, সেখানে রি কাউন্টিং করে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে।তিনি আরও বলেন, এটাই ওনার দ্যাটা। খুন করে, চাকরি দাট। যে টাকার খলি নিয়ে উনি বালাসোর গেছিলেন, সেটা কোথায় রেখে এলেন? উনি দেখছিলেন, লাস্ট স্কোর কত হচ্ছে? ৫০ পার হল কিনা? কেউ ওনার টাকা চায়না। স্বজন হারিয়ে কেউ টাকা চায়না। সবাই জীবনের স্বরক্ষা চায়। জাস্টিস চায়। আমরা চাইনা কেউ মারা যাক, আর তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হোক।

সবচেয়ে বড় ব্যাচ

বরফ মূর্তিকে দর্শন ক রেছেন।উল্লেখযোগ্য যে, অমরনারথের পবিত্র গুহাথই ৩,৮৮৮মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। ৬২দিনের বার্ষিক তীর্থযাত্রাটি ১জুলাই অনন্তমার্গ জেলার

১৪ জুলাই রায়পুরে আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ



রায়পুর, ১৩ জুলাই : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ১৪ জুলাই রায়পুরে আসছেন।বিজেপি সূত্রে খবর, নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে রায়পুর সংগঠনের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।এর আগে ২২ জুন রায়পুর দূর্গে আয়োজিত বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।৫ জুলাই বিজেপি রাজ্য অফিসে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর, তিনি ১৪ জুলাই আবার আসছেন। বিজেপির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি মাসেই রায়গড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের প্রস্তাব রয়েছে। সেই জন্যই অমিত শাহের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেস্ট ব্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮১ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ব্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৭ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার পিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় ছিল। যেখানে, মূহূর্তে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৬.৩১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৭ টাকা প্রতি লিটার। একইভাবে, কলকাতায়, পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৭৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে চেন্নাইতে, পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা।আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের চতুর্থ দিনে প্রথম বারিগ্রেস্ট ব্রুড ০.৩২ ডলার বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৮০.৪৬ ডলারে ট্রেড করছে।একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ব্রুডও ০.৪৪ ডলার বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৭৬.০৩.৪৩ ডলারে বিক্রি হচ্ছে।

ছত্তিশগড়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ ১৮১.৬০ কোটি টাকা

রায়পুর, ১৩ জুলাই : অর্থ মন্ত্রণালয়ের বায় বিভাগ রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া তহবিলের পরিমাণ প্রকাশ করেছে।ছত্তিশগড় সহ ২২টি রাজ্যের জন্য দুর্যোগ তহবিল হিসাবে ৭,৫৬২ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সুপারিশ অনুসারে এই পরিমাণটি প্রকাশ করা হয়েছে।দেশ জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, রাজ্যগুলিতে তাবিক সহায়তা হিসাবে তহবিল প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছত্তিশগড়কে ১৮১.৬০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত রাজ্যকে এই অর্থ শুধুমাত্র বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত একাধিক

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : উত্তর দিল্লির আলিপুরের জিটি কর্নাল রোডে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল কমপক্ষে চারজনের। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। বৃথবার মধ্য রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি ট্রাকের মধ্যে একটি ট্রাকে কানওয়ার যাত্রার জন্য পূণ্যার্থীরা হরিবারে যাছিলেন। ট্রাক কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী ছিলেন। উত্তর দিল্লির কাছে হাটা ঘণ্টা ঘটা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে ডিভিডারে। সেখানেও থামেনি ট্রাকটি। উল্টোদিক থেকে আসা কানওয়ার যাত্রীদের ট্রাকে ধাক্কা মারে অপর ট্রাকটি। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে দুমুদে মুচড়ে যায় দুটি ট্রাকই। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের। আহত হন আরও ১৫ জন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলেই জানা গিয়েছে। ঘাতক ট্রাকটির চালক পলাতক। তাকে গ্রেফতার করার জন্য তদ্রাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভিডার ভেঙে উল্টোদিকের লেনে চলে আসে এবং মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি ট্রাকের।

হুড়াপা বানে বাণ্ডি নদীর জলে তলিয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের
মাদারিহাট, ১৩ জুলাই : আলিপুর্দুয়ারের মাদারিহাটের হুড়া হরণা বানে বাণ্ডি নদীর জলে ভেসে গেলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে।জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম রুইনাথ মিনজ (৬৫)। তিনি এদিন সকালে নদীর ধারে পাথর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। হুড়াপা বানে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার ছেলে অনুজ জানান, মাদারিহাটের মৃতদেহ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে মুজনাই পাঁচ নম্বর লাইনে নদীর ধার থেকে উদ্ধার করা হয়।অপরদিকে, উত্তর খয়েরবাড়ির জামতলা হাটের কাছে বাণ্ডি নদী অক্ষর রূপ শারণ করেছে। নদীর উপর দিয়েই যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম থাকায় এটিপেগাড়, হাটপাড়া সহ একাধিক চা বাগানের সঙ্গে যোগাযোগ পূরোপুরি বিচ্ছিন্ন। হাটপাড়া মিডল লাইনের ৪৩৪ নম্বর অল্পনওয়াড়ি সেন্টারটিও

গণ জন্মদিন পালন

অভিজি হাজার, আমতা, হাওড়াঃগণ বিবাহ,গণ ভাইকোঁটা,গণ উপনয়ন এইসব অনুষ্ঠান আমরা দেখছি, শুনেছি।গণ জন্মদিন! হ্যাঁ।গণ জন্মদিন পালনের এমনই এক মহতী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলো আমতাবাসিরাজ্যের ত্রিভুত্তীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহাওয়াকে উপেক্ষা করেই আমতা- উদয়নারায়নপুর কলাচারাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে- আয়জমেনি এসোসিয়েশনের সদস্যগণের গণ জন্মদিন পালন উৎসব অনুষ্ঠিত হল আমতা ‘ আনন্দমার্গ ’ কে জি প্রহমারী স্কুল প্রাঙ্গণে। সংস্থার সদস্যগণের ব্রৈমসিকি ভিত্তিতে গণ জন্মদিন পালনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এইটি হল প্রথম ব্রৈমসিকি গণ জন্মদিন পালন উৎসব।গণ জন্মদিন পালন উৎসবে সংস্থার ২৯ জন সদস্যর জন্মদিন পালিত হল। এই গণ জন্মদিন পালনের শুরুতে ২৯ জন সদস্যকে চন্দনের তিলক ও পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সাথে সাথে ২৯ টি বাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ২৯ জন সদস্যর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।সম্মতিত সদস্য গণ প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন কাহিনী উল্লেখসহ সংক্ষিপ্ত ও বক্তব্য রাখেন।সামগ্রীত সদস্য গণকে মিষ্টিমুখ করানোর পাশাপাশি সামান্য কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।দ্বিতীয় পর্বে সংস্থার সদস্য - সদস্যা গণের দ্বারা সংগীত, আবৃত্তি ও বক্তব্য সহযোগে একটি মনোহর সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অন্তিম পর্বে প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ জন সদস্য - সদস্যা মিলিতভাবে সাদ্কা আহারে মিলিত হন।মহতী গণ জন্মদিন পালন উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সভাপতি বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।গণ জন্মদিন পালন উসব অনুষ্ঠানে ২৯ জন সদস্যদের শুভেচ্ছা ও দীর্ঘায়ু কামনায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণ পুরুষ তথা প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফাটক চক্রবর্তী।

দুরন্ত বার্ভা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪জুলাইঃবৃথবার, ২৮ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৮ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ আষাঢ়মাস ১৯৪৪,মৈতৈঃ৩১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরুণাচাঁপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১ঃ২ঃ১৬ ০৫(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৭৬৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৭৬৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে নিম্নোক্তঃঅতিগুণ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত, তারপর ১ঃ২ঃ ৫ঃ৩০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ২৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩০ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫ঃ২২ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২ঃ৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃঃ৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫২ঃ১ঃ১ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩০ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ০৪ঃ০২ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালোলাঃদিন ১০ঃ৪৪ঃ২২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।১১ঃ৩৮ঃ৩৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রন্থকুট(সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ১৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃসুঃ ২২ঃ১৫ঃ৫০ (৭) ১ পদঃসঃ ৯ঃ২৭ঃ৫৩ঃ৯ (২৬) ২ পদঃসঃ ০২ঃ২২ঃ (১) ১ পদঃবৃহস্পতিঃ ১০ঃ১৪ঃ২২ঃ (২৫) ২ পদঃশুক্রঃ ১০৮ঃ১৭ঃ (২৪) ১ পদঃশনিঃ ৯ঃ২৪ঃ৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২ঃ৭ঃ৩ (৩) ২ পদঃকুঃ ৭ঃ২২ঃ৭ঃ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলা। আংশিকি অর্ধ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হরুহুে বৃথবার। জোয়ার-সকল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত ৭টা ২০মিনিট হবে। জোি-সকল-৭টা ২০মিনিট। রাঢ়-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৫ টা ১৬ মিনিটে ।

রাশিফল

মেঘরাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। সব দায়বদ্ধতা এবং আর্থিক লেনদেনগুলিকে সতর্কতার সাথে সামালতে হবে।।**বৃষাভ রাশিঃ**আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ ন্না।**শুভ মিথুন রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে রূশি মূর্তিরে ভোজের সন্মোহ করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।**কর্কট রাশিঃ**শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দূততার জন্য ধান এবং যোগ করতে শুরু করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।**সিংহ রাশিঃ**যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। বিবাহের যোগের হবে।**কন্যা রাশিঃ** বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। প্রভেৎকলিন প্রেমে পার প্রবণতা পাল্টান। আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি আপনার সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলেছেন এবং এরফলে তুলার রাশিঃএমন পূরণে পূরুষ সাথে পুনর্নির্লন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।

বৃশ্চিক রাশিঃব্যবসায় সাফল্য। সংসারে শান্তি হতে পারে।**আজ ধনু রাশিঃ**প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। সংসারে শান্তি হবে।**মেষ রাশিঃ** স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ের অজকের অর্থটি খুঁচিা করেই বিনিয়োগ করতে হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।**কুর্ভ রাশিঃ**নিজেকে থেকে ওষুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন ওষুধ খাওয়ার আগে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন-অন্যথায় ওষুধ নির্ভরতার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।**মীন রাশিঃ**নিজেকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখতে উচ্চ ক্রান্তির প্রথাবা রীতিকে চলুন। অপ্রত্যাশিত রিসপন্সগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার বাচ্চার কোন পুরস্কার গ্রহণেও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ

নির্দলদের নেওয়া নিয়ে অভিষেক–

কুশালের দুই মত, প্রতিক্রিয়া দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই : পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী নির্দলদের তৃণমূলে নেওয়া নিয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখপাত্র কুশাল ঘোষের দুই মত নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে নিউটাউন ইকো পার্কে প্রভুভ্রমণে আসেন দিলীপবাবু। তাঁর কাছে সাংবাদিকরা প্রশ্ন রাখলে জবাবে বলেন, দলের দুই নেতার দুই মত। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, ২০১৮ তে এরকম সব নেনেন না কেন? এগুলো শুধু কথার কথা। সবাই ওখানে ফিরে যাবে। দিলীপবাবুর অভিযোগ! রাজ্য সরকার যখন কারুর কথা শোনে না, তখন ভরসা চলে যায়। আমরাও গেছি। এখনও অনেকে যাচ্ছে। উনি সাংবিধানিক প্রধান। উনি শুধু শোনে না। মাঠে ময়দানে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করেন। তিনি এখানকার পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাষ্ট্রপতিকেও নিশ্চই জানিয়েছেন। তিনি যথেষ্ট মাত্রায় সক্রিয়। নির্বাচন কমিশনের এঞ্জিয়ারে প্রশাসন। তাই বলে কি কেউ রাস্তায় বেরোবে না? তারা অভিযোগ পর্থন্ত নেন না। কোন তোলেেন না। যিনি কমিশনের ওপরে, যিনি তাকে নিয়োগ করেছেন, তিনিই তো মালিক। তার তো দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত বসিরহাটে, আইএসএফ-র স্বামীকে মারধর

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১৩ জুলাই : বসিরহাটের ISF এর বিজয়ী প্রার্থীর স্বামীকে মারধোর, অভিযোগের তীর শাসক দলের দিকে, অভিযোগ



ISF এর বিজয়ী প্রার্থী আরজিনা বিবির অভিযোগতার স্বামী জামাত আলী গাজী বাড়ির নিচের একটি ঘরে একাই ঘুমাইলেন। সেই সময় বুধবার রাহেরে অন্ধকারে জানলা দিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুকুতীরা ঘরে ঢুকে তার স্বামীর উপর আক্রমণ করে । তাকে মারধর করা হয় বলে জানান তিনি, রক্তাক্ত অবস্থায় সজ্জাখীন হয়ে পড়েন জামাত আলী গাজী। তার কথায়, জামাত আলী গাজী মারা গেছে ভেবে দুকুতীরা চলে যায় । সকালে উঠে বাড়ির লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন জামাত আলী গাজীকে । তার মাথাা জল দিয়ে স্নান ফিরলে সে বলে রাতে তার ওপর কয়েকজন হামলা চালিয়েছে। এরপর তাকে উদ্ধার করে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । আরজিনা বিবির তরফে বসিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে ঘটনায় তৃণমূলের কেউ জড়িত নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় তৃনমূল নেতা। তার কথায় ওরা নিজেরদের মধ্যে মারধোর করে তৃণমূলের উপর দোষ চাপাচ্ছে। তিনি বলেন, ওদের সঙ্গে আমরাদের কোনো সমস্যাই হয়নি। ISF ভোটের দিন হিংসা করার চেষ্টা করলেও আমরা আমাদের কর্মীদের নিয়ে শান্ত ভাবে ভোট করেছি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি তৃণমূলের বুথ সভাপতি মসিবর সর্দারে।

বিজেপির কেন্দ্রীয় দল বাসন্তীতে

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৩ জুলাই : বৃহস্পতিবার দুপুরে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি (ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং) দল এসে পৌঁছায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। সেখানে সোনাখালি গীতাঞ্জলী কমপ্লেক্সে আগে থেকেই অপেক্ষা করতেন নির্বাচিত বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে সভাপাল সিং, রাজদীপ রায়, রেখা বর্মার মত নেতৃত্ব এদিন আসেন বাসন্তীতে। সেখানে এসে এই নেতৃত্ব কথা বলেন এলাকার বিজেপি কর্মীদের সাথে। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথে বিজেপি কর্মীদের উপর লাগাতার আক্রমণ হয়েছে। মনোনিবেশ পত্রা জমা দিতে পারেননি অনেকেই। মনোনিবেশ জমা দিলেও তা তোলার জন্য শাসকদলের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। আর সেই অত্যাচার সহ্য করে যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, গত কয়েকদিন তাদেরকে নানা ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। পুলিশ, প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। আর তাই এদিন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে কাছে পেয়ে সেই সব অত্যাচারের কথাই উগড়ে দেন বিজেপি কর্মীরা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলে থাকার বার্তা দিয়েছেন। এদিন তাদের সাথে আইনজীবীর একটি দলও এসেছিলেন। তাঁরা আক্রান্তদের বয়ান শুনে তাদেরকে আইনি সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দেন। রবিশঙ্কর বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সন্ত্রাস এখানে হয়েছে সেটা লজ্জার। যেভাবে আমাদের কর্মীদের মারা হয়েছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রী যতই বলুন এলাকার সন্ত্রাস হয়নি, তিনি এলাকায় এসে দেখুন, এদের সাথে কথা বলুন, জানুন তাঁর দলের লোকজন কি সন্ত্রাস করেছে গ্রামে গ্রামে। তিনি আরও বলেন, আমরা আক্রান্তদের সাথে কথা বলেছি, এদেরকে আইনি সাহায্য দেব এবং এই রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে জমা দেব। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী নবনিতা গায়েন, প্রতিভা সর্দারা বলেন, আমরা অনেকই ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই যরহাড়া। আমরাদেরকে নানা ভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশকে জানানোও কোন লাভ হয়নি। উল্টে আমাদেরকে নানা কেসে ফাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে পুলিশ।

ভারত গৌরব বিশেষ টুরিস্ট ট্রেন চালানো হবে কলকাতা থেকে

কলকাতা, ১৩ জুলাই : ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেন কলকাতা স্টেশন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১১ আগস্ট, ২০২৬-এ উত্তর ভারত দর্শন যাত্রা সহ মাতা বৈষ্ণো দেবী পর্যন্ত চলবে। ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেন হল ভ্রমণ উৎসাহীদের জন্য IRCTC দ্বারা চালিত এই ধরনের প্রথম পর্যটন বিশেষ ট্রেন। এটি ভারত সরকারের উদ্যোগে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত দেখে দেখো আপনা দেশ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ টুরিস্ট ট্রেনটি হরিদ্বার-ঋষিশেষ-স্বর্ণ মন্দির- ওয়াষা বর্ডার-তাজমহল-মুপুরা- বৃন্দাবন- অযোধ্যা সহ মাতা বৈষ্ণো দেবীকে কভার করবে। ট্রেনটি কলকাতা স্টেশন থেকে আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করবে এবং ১০ রাত এবং ১১ দিন ধরে তীর্থযাত্রীদের অভিজ্ঞতা চালিয়ে যাবে। মেচেন্দা-খড়গপুর-টটানগর-রৌরকেলা-রাচি-বোকসো সিটি সিটি-নানাবাদ- হাজারীবাগ রোড- কোভারমা-গয়া-সাসারাম-পণ্ডিত দিনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনগুলি যাত্রীদের বোর্ডিং এবং ডি- বোর্ডিংয়ের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। প্যাকেজটি ৩টি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যেমন ৫৮০ আসন সহ একমোট্র ক্লাস (১AC)। ইকোনমিভ নন এসি বাজেট হোটেলের থাকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড এবং কমফোর্ট। কাটিগরি এসি হোটেলের থাকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে। ইকোনমি এবং স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস উভয়ের জন্য বাসে ধোয়া ও পরিবর্তন এবং পরিবহন নন-এসি হবে তবে ধোয়া ও পরিবর্তনের জন্য এসি রুম এবং এসি বাসগুলি কেবল কমফোর্ট ক্লাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। পুরো ট্রিপের সময় সমস্ত ক্লাসের জন্য স্ট্যান্ডার্ড নিরামিষ মেনু দেওয়া হবে। এই পরিষেবাগুলি ছাড়াও, ট্রেনটিতে পেশাদার টুর এরকসকট, হাউসকিপিং স্টাফ, নিরস্ত্র নিরাপত্তা, নজরদারি এ্যামেরা, পারালিক অ্যাক্সেস সিস্টেম এবং সমস্ত যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ভ্রমণ বীমা থাকবে। এই সমস্ত পরিষেবাগুলি ইকোনমি ক্লাসের জন্য জনপ্রতি টাকা ১৭,০০০ /- , স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসের জন্য টাকা ২৭,৪০০ /- এবং কমফোর্ট ক্লাসের জন্য জনপ্রতি টাকা ৩০,৩০০ - সাস্রয়ী মূল্যে প্রদান করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ে ভারত গৌরব ট্রেন প্রকল্পের অধীনে রেল পর্যটনের প্রচারের জন্য প্রায় ৩৩ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে। উপরোক্ত মূল্য ছাড় সহ। আরও প্রশ্নের জন্য, হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। ৮৫৯৫৯০৪০২৮ / ৮৫৯৫৯০৪০৭৭ (২৪X৭) অথবা https://irctctourism.com/bharatgaurav ওয়েবসাইটে যান অথবা ৬, কৈলাশটি স্ট্রিট, নিচতলা, কলকাতা -৭০০০০১-এ

নার্বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে জোর দিচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই : জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাংক নার্বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে বিশেষ জোর দিচ্ছে। কলকাতায় আজ সংস্থার ৪২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে নার্বার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার উষা রমেশ জানিয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন সব থেকে বড় সমস্যা। তাই নার্বার্ডের আগামী ২৫ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোটাতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া গ্রামীণ উন্নয়নে পরিকাঠামো বৃদ্ধির উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, নার্বার্ড এরাজে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ব্যতিক্রমীভাবে ভালো কাজ করেছে। অনুষ্ঠানে নার্বার্ড ঝাড়গ্রামে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যে উন্নয়ন করেছে সেবিষয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া এরাজে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নার্বার্ডের বার্ষিক কাজকর্ম তুলে ধরতে কয়েকটি বই প্রকাশ এবং ই-বুকলেট চালু করা হয়। অনুষ্ঠানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের আঞ্চলিক নির্দেশক আর কেশবন গ্রামীণ ভারত ও জনসংখ্যার উন্নয়নে নার্বার্ডের কাজের প্রশংসা করেন।

সাঁকরাইলের ১৫ টি বুথে আবার নির্বাচন

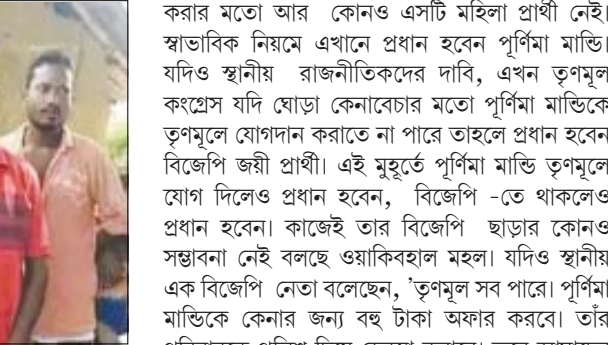
শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৩ জুলাই : হাওড়ার সাঁকরাইলে মানিকপুর ও সারেঙ্কার ১৫ টি বুথে ফের নির্বাচনের ঘোষণা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। ওই ১৫ টি বুথে ফের পঞ্চায়েত ভোটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী নতুন করে ভোট নেওয়া হবে ওই ১৫ টি বুথে। তবে ভোটের দিন এখনও ঘোষণা করা হয়নি। বুধবার নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনার দিন শুরু থেকেই সাঁকরাইল ছিল উত্তপ্ত। দফায় দফায় হয় সংঘর্ষ গণ্ডগোল হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ব্যাপারে হাওড়া জেলা প্রশাসন সন্ত্রের খবর, মূলত ওই ১৫ টি বুথ থেকে ভোট দেওয়া ব্যালট ছিনতাই অথবা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ওই ১৫ টি বুথের মধ্যে ৯ টি বুথ মানিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। এর পাশাপাশি বাকি ৬টি বুথ সারেঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। তবে এখনও ঠিক হয়নি কবে নির্বাচন হবে। এরই সঙ্গে বালি-জগাছা থানার বালি ৭- এর ৭৬৯ নং বুথে গণনার দিন ৭৩টি ব্যালট ছিনতাই করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ব্যাপারে আদালতে মামলা হয়েছে। সেইজন্য এটি এখন বিচারাধীন রয়েছে।

বাইরের রাজ্যে কাজে গিয়ে বন্ধুর হাতে খুন ব্যক্তি



দুরন্ত বার্তা, উল্বেড়িয়া, ১৩ জুলাই : বাইরের রাজ্যে কাজে গিয়ে বন্ধুর হাতে খুন হলেও বন্ধু। আর খুনের সেই ভিডিও ইতিমধ্যে হয়েছে ভাইরাল। সূত্র মারফত জানা যায় উল্বেড়িয়ার তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্ফোরকের সাত যুবক , গত রবিবার জরিির কাজের জন্য যায় কেরলের এরনাকু লামে। পরিবার সূত্রে জানা যায় ট্রেনের মধ্যে বন্ধুদের মধ্যে নাকি বচসা হয়েছিল। ট্রেন থেকে মল্লমবার রিকালে নামে তারা। আরে বচসার জন্য আসাদুল ও জাকির কে একটি ঘরের মধ্যে থাকতে দেয় রাতে । কিন্তু সেখানে নামার পর রাতে শেখ জাকির হামলা চালায় শেখ আসাদুলের উপর, এবং সেখানেই মৃত্যু হয় আসাদুলের। আর এই ঘটনা ফোন মারফত সকালে জানতে পারে আসাদুলের পরিবার। এদিকে এলাকার মিশুখে ছেলের বচসা পরিনতিতে সেটা এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। এদিকে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পরিবারের ছেলের মৃত্যুর ব্যথায় ভুগন্তের দাবি জানিয়েছে মৃত আসাদুলের মা, স্ত্রী ও পাড়া-প্রতিবেশীরা। আজ বৃহস্পতিবার মৃত আসাদুলের দেহ বাড়িতে ফিরতেই ওঠে এলাকার কায়ার রোল, বহু মানুষের ভিড় জমে যায়।

আরামবাগের সালেপুর ১ অঞ্চলে বিজেপির প্রার্থীকে প্রধান করেই বোর্ড গড়তে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস



দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ জুলাই : হুগলি জেলার আরামবাগের সালেপুর ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছে। এখানে ১৬ টি আসনের মধ্যে ১০ টি তে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ও ৬টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি । স্বাভাবিকভাবেই এখানে বোর্ড গঠন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু আসল বিষয় হল কোনও মিরাকেল না ঘটলে প্রধান হবে বিজেপির। এছাড়া প্রশাসনিকভাবে অন্য কোনও উপায় নেই বলেই জানা গিয়েছে। ঘটনাটি হল, এই অঞ্চলে প্রধান আসনটি এসটি ও মহিলা সংরক্ষিত। তৃণমূলের একজনই এসটি মহিলা প্রার্থী ছিলেন। তার নাম হল সরস্বতী সরেন। কিন্তু তিনি বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা মান্ডির কাছে পরজিত হয়েছেন। কাজেই তৃণমূলের কাছে প্রধান

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জল দিবস উদ্‌যাপন



সাগর ব্লক জুড়ে শোভাযাত্রা সচেতনতা শুরু করেছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের জল দিন দিন কমছে সেই জল আমরা রক্ষা করতে পারিনি ধরে রাখতে পারেনি সেই জল অপচয় হয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় স্মরণবশেরে সমস্ত ব্লকে জল দিবস বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সমস্ত স্কুল- কলেজের ছাত্র- ছাত্রীদের এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক তাপস মণ্ডল

মেট্রোর দৌলতে এসপ্ল্যানেডের মোড় দেখাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির দিশা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই : ইস্ট- ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্টেশনের কাজ শেষ হতে এখনও অনেকটাই বাকি। এখনও পশ্চিম এই বছরের ডিসেম্বরে সেটি চালু হওয়ার কথা। কিন্তু প্রযুক্তির হরেক ব্যবস্থার সহায়তায় কাজে গতি বজায় রাখার চেষ্টা করছেন নির্মাতারা। সব মিলিয়ে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে এখন অনেকটা অংশ জুড়ে চলছে মেট্রোর হরেক কাজ। দেখাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির দিশা। ২৮ মিটার গভীর ৬০,০০০ বর্গমিটার আয়তনের স্টেশনটি ভারতের দ্বিতীয় গভীরতম মেট্রো স্টেশন। হাওড়া স্টেশনের নীচে ৩০ মিটার গভীরতম। এসপ্ল্যানেড স্টেশনের গভীরতা দিল্লির হাউজ খাস মেট্রো স্টেশনের সমান, এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৮ মিটার নিচে নির্মিত। এসপ্ল্যানেড স্টেশনটির মাধ্যমে মেট্রোর উত্তর- দক্ষিণ (নর্থ সাউথ) লাইনে প্রবেশ করা যাবে। তিনটি সংযোগস্থলের মধ্যে একটিতে ‘মেট্রো হাব’ গঠন করা হবে। উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো ট্র্যাকগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য শিয়ালদহ অভিযুক্ত এসএন ব্যানার্জি রোডের মধ্য দিয়ে যাওয়া যমজ পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো টানেল করা হয়েছে। এগুলিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য স্টেশনটি গভীর (আট তলার সমতুল্য) খনন করা হয়েছে। একটি পাতাল রেলের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে ‘ইন্টারজেঙ্’। যখন তৃতীয় মেট্রো স্টেশন (জোকা-এসপ্ল্যানেড করিডোর) নির্মিত হবে, তখন আর একটি সংযোগকারী পাতাল রেল হবে। আপাতত, কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বরের সময়সীমা মেনে কাজ করছে। ডিসেম্বরেই হুগলি নদীর তলা দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম (ইস্ট ওয়েস্ট) মেট্রোর ৪.৮ কিলোমিটার এসপ্ল্যানেড-হাওড়া ময়দান চালানো শুরু হওয়ার কথা। কলকাতা

সিস্কুরে ব্যালট ছিনতাই, ভোট বাতিল করল নির্বাচন কমিশন

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৩ জুলাই : সিস্কুরের বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর বুথে ভোট বাতিল করল নির্বাচন কমিশন। গ্রেট গণনার সময় ব্যালট ছিনতাই হওয়ায় ফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। বেড়াবেড়ির নেতাজি জয়ন্তী পাঠাগারে ভোট হয়েছিল ১৩ নম্বর বুথের গ্রাম সভার। নির্দল প্রার্থী দীপঙ্কর ঘোষের দাবি, তিনি ৪৬ ভোটে জিতছিলেন। গণনার সময় ব্যালট ছিনিয়ে নেন তৃণমূল প্রার্থী। বেশ কয়েকটি বালট ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। নির্দল প্রার্থী জানান, গোটা ঘটনা রিটার্নিং অফিসারকে জানানো হয়েছে। এরপরে মঙ্গলবার ওই বুথে ভোটের ফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়। নির্চন কমিশন মোটোশি দিয়ে বেড়াবেড়ির ১৩ নম্বর বুথের ভোট বাতিল করে দেয়। হুগলি জেলাশাসক পি দীপাপ্রিয়া জানিয়েছেন, ভোট গণনার সময় কিছু ব্যালট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই কমিশন ভোট বাতিল করে। পরে ওই বুথে ভোট গ্রহণ করা হবে। ঘটনার সুবিচার চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন নির্দল প্রার্থী দীপঙ্কর ঘোষ। তিনি বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে রয়েছেন। ভোট গণনার দিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম নিজের টুইটার হ্যাণ্ডলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। ভিডিয়োতে দেখা যায়, বৈচিত্রপাতা পঞ্চায়েতের কালািয়াড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৮ নম্বর আসনে ব্যালট বাজের প্রাস্টিক ছেঁড়া। তা নিয়ে সেই সময়ে সরকারি কর্মীদের সঙ্গে ব্যচসার জড়িয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেলিম সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে অভিযোগ করে, আসলে শাসকদলের কর্মীরা মানুষের রায় নিজজেরে পক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি কর্মীদের দিয়ে এই কাজ করেছেন। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে কমিশন তৎপর হয়। জেলাশাসকের তরফ থেকে রিপোর্ট দেওয়া হয়। এরপর এই বুথের ভোট বাতিল করে কমিশন।

লেকটাউনে বাড়ির সামনেই গুলিতে খুন দমকল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জুলাই : প্রকাশ্য দিবালোকে শ্বুটআউট । বৃহস্পতিবার লেকটাউনের গ্রিন পার্ক এলাকায় দুক্কুতিদের গুলিতে খুন হলেন এক দমকল কর্মী। আজ বিকেল নাগাদ দুয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তাতেই খুন হন স্নেহাশিস রায় নামের ওই দমকল কর্মী। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক এলাকায়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এদিন বৃহস্পতিবার বিকেলে লেকটাউন গ্রিন পার্ক সারাদ পল্লিতে দমকল কর্মী স্নেহাশিস রায়কে গুলি করে খুন করল দুক্কুতীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, মেয়েকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে ফেরার সময় ঠিক বাড়ির সামনেই স্নেহাশিস রায়কে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। এরপরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এর আগেও এই দমকল কর্মীর উপরে হামলা হয়েছিল বলে খবর। দমদমে ফায়ার ব্রিগেড অফিসের সামনে তাকে লক্ষ্য করে আগে গুলি করা হয়েছিল। সোবার তিনি অস্ত্রের জন্য রক্ষা পান। কিন্তু বৃহস্পতিবার আর লক্ষ্যভেদ হল না। বাড়ির সামনেই দুক্কুতীদের গুলিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। খবর পেয়ে লেকটাউন গ্রিন পার্কের ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিধাননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মতারা। মেয়ের সামনেই এমন হত্যাকাণ্ডে শিউরে উঠছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত স্নেহাশিস অস্থায়ী দমকল কর্মী সিভিকিট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ব্যবসায়িক শত্রুতার কারণে এই ধরনের ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। গোটা ঘটনা ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

উত্তপ্ত হুগলির জাঙ্গিপাড়া, বাড়ি ভাঙুর ও বোমা মারারও অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ জুলাই : ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হুগলির জাঙ্গিপাড়া। রাজবলহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রহিমপুর এলাকার কুমোরপাড়ায় বুধবার রাতে বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ। ভাঙুর করা হয় কয়েকটি বাড়ি। বোমা মারা হয় বলে অভিযোগ। লাঠি, বাঁশ শাবল, টাঙি নিয়ে মারধোর করা হয় বলেও অভিযোগ। বিজেপি বুথ সভাপতি নব পাল, প্রার্থী সৌরেন পাল সহ দশটি বাড়িতে ভাঙুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। বিজেপির অভিযোগ, তারক পাল নামে এক প্রৌরোে মাঝায় টাঙি কোপ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। আশঙ্কা জন্মক অবস্থায় তাকে প্রথমে জাঙ্গিপাড়া হাসপাতাল পরে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আজ ঘটনাস্থলে যান শ্রীমানপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি মোহন আদক। ভোট গণনার পর থেকে হুগলির নবাবপুর, ভগবতীপুর এলাকাতেও মারধর ও ভাঙুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। এই হিংসার ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা মোহন আদক বলেন, নির্বাচনী ফলাফল বেরোানোর পর জাঙ্গিপাড়া এলাকায় যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃসংগ। সাধারণ মানুষের বাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে। হিংসা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরোনাতোই পশ্চিমঙ্গে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা ৫০ ছুঁই ছুঁই, অথচ একের পর এক হিংসার ঘটনা নিয়ে তাঁর কোনও বক্তব্য নেই। মৃত্যু নিয়েও বিভাজন করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এরকম হিংসা কোনেওদিন দেখা যায়নি। ক্ষমতা দখলের জন্য শুধুমাত্র বাংলাতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে। এলাকার প্রায় ১৫ থেকে ২০ টি বাড়িতে অত্যাচার চালানো হয়েছে। বিজেপির সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। হুগলি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁইন বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়। মানুষ নিজেরা নিজদের ভোটাদিকার প্রয়োগ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে সন্ত্রাস করতে হয় না। আমাদের সঙ্গে মানুষ রয়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। সিপিএম কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে।’ মুখ খোলে হুগলি জেলা পুলিশও। হুগলি জেলা প্রাথমি পুলিশ সুপার আনন দীপ বলেন, ‘এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছে। অভিযোগ পেলে তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনও ঘটনা ঘটলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ

মালিগাঁও, ১৩ জুলাই : পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই ধরনের উদ্যোগগুলির অংশ হি় সে সব াব গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর সহজ পরিবহনের লক্ষ্যে ২০২৩-এর জুন মাসে বহিমুখী ও অন্তর্মুখী পণ্য ট্রান্সিফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত

করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ গুয়াহাটি স্টেশনটি (এনজিসি) ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখ থেকে পার্সেল ভানের মাধ্যমে পরিবহনের উদ্দেশ্যে অন্তর্মুখী পশুসম্পদ ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। ১৬ জুন, ২০২৩ তারিখ থেকে হয় মগুরা জন্য রিডিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত মির্জা স্টেশনকে অন্তর্মুখী ও বহিমুখী পণ্যসামগ্রী আজারা স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিকল্পমূলক গুডস টার্মিনাল হিসেবে কাজ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আনারসের ২০০ প্যাকেট পরীক্ষামূলক লোডিং সফলভাবে নিশ্চিত করেছে লামডিং ডিভিশন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্চ চাহিদা থাকা এই আনারস ২০২৬-এর জুন মাসে তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসের দ্বারা ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে নিউ দিল্লি পর্যন্ত পরিবহন করা হয়েছে। এছাড়াও, কয়লা ও বালুর বহিমুখী লোডিং বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২ জুন, ২০২৩ তারিখে ভিনসুকিয়া ডিভিশনের পক্ষ থেকে কয়লা ও বালু লোডিঙের সজ্জা করা হয়েছে বরেন্দ্রপুর থেকে লাকোয়া, টুলি, ভজো ও নামরূপ অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়। পাশাপাশি তিনসুকিয়া ডিভিশনে ব্যালাস্ট ও বালু লোডিঙের সজ্জাবস্থা পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও, কয়লা ও বালুর বহিমুখী ও তালাপের ব্যবসায়ীদের সাথেও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন টার্মিনাল খোলার ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিণাম হিসেবে আগামী বছরগুলিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

প্রবল বর্ষণে হিমাচলে মৃত্যু বেড়ে ৮৮, হলুদ সতর্কতা উত্তরাখণ্ডে

সিমলা, ১৩ জুলাই : প্রবল বর্ষণে উত্তর ভারত জুড়ে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই একশো ছাড়িয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র হিমাচল প্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৮৮ জনের। গত চারদিনে এই রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৬ জন। এখনও পশ্চিম বহু পর্যটক চালা, সিমলা, কিন্নর সহ অন্যান্য জেলায় আটকে রয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার পর্যটককে উদ্ধার করা গেছে বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মরসুম ভরন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার উত্তরাখণ্ডে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার ও রবিবার একাংশে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে ৩০০ বেশি সড়ক পদ্ধা সপ্তাহান্তের বৃষ্টিতে ফের ভাসতে পারে বিস্তীর্ণ এলাকা। বুধবার নাব্বা ও হরিদানাতোও ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গত ৫ দিনের বৃষ্টিতে এই দুই রাজ্যেও বন্যা পরিস্থিতি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাৰ্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৮ আষাঢ় ১৪৩০

বেঙ্গালুরুতে বিরোধী জোটের বৈঠক

লোকসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে এবারে বিজেপি বিরোধী জোটের সূত্রধারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন সোনিয়া গান্ধি। বিরোধী শিবিরের বৈঠকে সময় সব নেতাদের নৈশভোজে আপ্যায়ন করার অমন্ত্রণ করেছেন সোনিয়া গান্ধি। সব কিছু ঠিক থাকলে দুই বছর পরে আবার সোনিয়া গান্ধিকে সবার সম্মুখে দেখতে পাওয়া যাবে।

সম্পাদকীয় ১

পাওয়া যাবে। তবে এবারে কংগ্রেস দল খুবই আশাবাদী। সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদকও এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন। আগামি ১৭ এবং ১৮ জুলাই বিরোধী দলের বৈঠক হচ্ছে বেঙ্গালুরুতে। ২৪টি বিরোধী দলের নেতারা সোনিয়া গান্ধির এই নৈশ ভোজে অংশ গ্রহণ করছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে এবারে নেত্রী মমতার হাতের ব্যান্ড চলে গিয়েছে নীতীশ কুমারের হাতে। তিনি এখন বিজেপি জোটের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তিনি এখন চেষ্টা করছেন সব বিরোধী দলকে এক করে লোকসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে। এক দল এক প্রার্থী স্লোগান তোলার চেষ্টা করছেন বলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তাঁর কথা কতখানি টিকবে তা বোঝা খুবই মুশকিল। কারণ পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে তাতে বাম, বিজেপি এবং কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমিয়ে। কংগ্রেস দলের নেতা অধীর চৌধুরী তো পরিস্কার করে বলতে শুরু করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে বিজেপি দলের এজেন্ট। এদেরকে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। এরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে যে কোনও সময়ে। এদিকে আম আদমি দলের নেতারা পরিস্কার করে বিরোধী দলের নেতাদের বলে দিয়েছেন দিল্লির অধ্যাদেশ এর পাশে এসে না দাঁড়াতে তারা কিন্তু বিরোধী জোটে থাকছেন না। এদিকে শরদ পাওয়ারের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। শরদ পাওয়ারের আর আগেকার মতো রাজনৈতিক শক্তি নেই। বিজেপি তাঁর শক্তিকে একেবারে খতম করে দিয়েছে। শরদ পাওয়ারের খুব লোভ ছিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। সেখানে বালি ফেলে দিয়েছে বিজেপি দল। বিজেপি দল মহারাষ্ট্রে ক্ষেত্র রাজনৈতিক কৌশল বদল করতে শুরু করে দিয়েছে। মহারাষ্ট্রের কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে মাথা তুলতে দিচ্ছে না বিজেপি দল। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে শিবসেনা দলকে দুই টুকরো করে দিল। একনাথ শিণ্ডে দিয়ে শিব সেনা দলের ভাঙন ধরালো। তারপরে অজিত পাওয়ারকে দিয়ে বিএনপি দলের ভাঙন ধরিয়ে দিল। ফলে শরদ পাওয়া এখন তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে অজিত পাওয়ার নতুন দল তৈরি করার চেষ্টা করছে। তিনি এখন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী। ফলে সেখানে শরদ পাওয়ারের আর কোনও ক্ষমতা থাকছে না। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের রাজসভার সদস্য হতে চলছেন অনন্ত মহারাজ। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রার্থী না থাকলে তিনি এবারে বিজেপি দলের রাজ্যসভার সাংসদ হবেন। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতাব নাম ঘোষণা করে দেওয়ার ফলেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা নড়েচড়ে বসেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বাংলাকে ভাগ করা চলবে না। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলেছেন তারা বাংলা ভাগ করার পক্ষে নন। তবে উত্তরবঙ্গের বঞ্চমার কারণে এবারে অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা হলে।

ইউক্রেনে রুশ সেনার অত্যাচার

রুশ সেনাদের যুদ্ধাপরাধ তালিকা ফেলে দেওয়া উচিত। তারা যা করেছে তা বিশ্বের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার দফতর বলেছে বুচার শহরে যা ঘটেছে তা সত্যিকারের ভয়াবহ। আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে সাধারণ

সম্পাদকীয় ২

মানুষের ওপরে অত্যাচার চালানো হয়েছে। হাত বাধা পোড়া দেহ থেকে শুরু করে অর্ধনগ্ন মহিলাদের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মানবাধিকার রক্ষা শাখার মুখপাত্র লিজ গ্রোসেল বলেছেন, বুচায় যা ঘটেছে সেটা নিঃসন্দেহে গণহত্যা। এই ঘটনার প্রতিবাদে ব্রাজিল, জার্মান, ডেনমার্ক পনোরোজন রুশ কূটনীতিককে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে দেশ ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছে। ত্রিশজন কূটনীতিককে দেশ ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছে ইতালি। একই বলতে শুরু করে দিয়েছে সুইডেন। তবে রাশিয়া এই সব অভিযোগ অস্বীকার করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে যে এই সবগুলি একেবারে বানানো। এর কোনও সত্য ভিত্তি নেই। ফ্রেন্সলিন থেকে বলা হচ্ছে খুব নিরুত্ত পরিচালনা করে ট্রাজিক শো দেখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রের মিথ্যা অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেন। এদিকে রাশিয়ার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। একমাত্র ভারতসহ মাত্র কিছু দেশ রাশিয়ার কাছ থেকে নগদে তেল কিনছে। গোটা ইউরোপ রাশিয়াকে বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াকে ইউরোপ বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর চিন ক্রমশ রাশিয়ার পাশ থেকে সরে যেতে শুরু করে দিয়েছে। বন্ধুত্ব নষ্ট করছে না বটে। কিন্তু আবার রাশিয়ার ব্যাপারে কোনও কথা বলছে না একেবারে চুপ করে বসে রয়েছে ভারতের নীতিই গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। রাশিয়ার তেল গ্যাস কিনছে না ইউরোপের কোনও দেশ। এখন বাজি জেতার তাসটা আমেরিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। ইউক্রেনের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গবেষণাগারগুলির ক্ষতি যাতে না হয় তার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। বলা হচ্ছে ইউক্রেনের গবেষণাগারে জৈব অস্ত্র রয়েছে। সেখানে আমেরিকার বহু কোটি ডলার বিনিয়োগ করা রয়েছে।



ভগিনী নিবেদিতা ধর্মজ্ঞান

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সাহিত্য চর্চা বাংলায় বহু হয়েছে। এখন দরকার বিজ্ঞান চর্চা। বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে।

তরুণদের উচিত হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করতে। বিজ্ঞানই দেশকে আধুনিক ভারতে পরিণত করেছে। বিজ্ঞানই দেবে শক্তি। প্রাণ শক্তি দেবে। জীবন শক্তি দেবে। নারী শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারীদের যদি শিক্ষিত করা যায় তাহলে বাংলার প্রতিটি সন্তান সুশিক্ষিত হতে থাকবে। তাতেই জাগরিত হবে বাংলা তথা ভারত। বাংলা ভারতকে পথ দেখাবে। অন্ধকার থেকে আলোর পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে সবাই বাংলাকে। সেই কারণে ভগিনী নিবেদিতা বিজ্ঞান চর্চার ওপড়ে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন।

সুশাসন নাকি সাংবিধানিক নৈরাজ্য?

বিশেষ প্রতিনিধি

‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বলছি, সাংবিধানিক নিয়ম ও আইন মেনে চলুন। রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতরকেও বলছি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখুন।’ উক্তিটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকডের। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মন্ত্রী সুরত মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে প্রয়াত), ফিরহাদ হাকিম এবং প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রকে সাতসকালে সিবিআই গ্রেফতার করার পর নিজাম প্যালাসে ছুটে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইরে থেকে ওই সরকারি ভবন থেকে ইট, বোতল ছোঁড়া হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়ে তকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড টুইটে আরও লিখেছিলেন, ‘পুরোপুরি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন নীরব। আশাকরি এভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়া এবং অরাজক পরিস্থিতির পরিণাম কী হতে পারে তা আপনি বুঝতে পারছেন। প্রতি মিনিটে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। সিবিআই দফতরের দিকে ইট ছোড়া হচ্ছে। তা এখনই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।’ মন্ত্রীই হোন বা নেতা, কাউকে আইনি প্রতিষ্ঠান প্রেষতার করলে মুখ্যমন্ত্রীর ছুটে যাওয়ার কথা নয়। কারণ, তিনি একটি সাংবিধানিক পদে আসীনকথাটি রাজ্যপালের ক্ষেত্রে অনেক বড় সতর্কবার্তা। কারণ মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতিক এবং দলের নেত্রী। রাজ্যপালেরা তা নন। তাঁরা মনোনীত এবং সংবিধানের রক্ষক। সেই ভূমিকা পালনের পরিবর্তে ধনকড যে কুনজির স্থানপন করছেন ভূ-ভারতে তার নজির কম আছে। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের দ্বারা ঘেরাও হওয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উদ্ধার করতে ছুটে গিয়েছিলেন। অনেক সময়ই বিক্রম হত, তিনি আসলে রাজ্যপাল নাকি রাজভবনের কোতোয়াল। এখন তিনি উপরাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করলেও রাজ্যে রাজ্যে তাঁর উত্তরসূরিরদের কোতোয়ালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখে মনে হয়, রাজ্যপালদের জন্য অযোযিত ‘ধনকড গোল্ড কাপ’চালু আছে। যেখানে পারদর্শিতা প্রদর্শনের দৌড়ে নেমেছেন মোদি-শাহ জমানার রাজ্যপালোরা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার নিন্দায় কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। প্রশাসনের সঙ্গে কমিশনের ন্যূনতম ফারাকটিও তিনি মুছে দিয়েছেন সরকারের কথায় এক দফায় এবং আধা সেনা ছাড়া ভোট করার সিদ্ধান্তে গলা মিলিয়ে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তার প্রাণ্য

স্বশাসন, স্বাধিকার বিসর্জন দিয়ে সরকারের আর একটি দফতরে পরিণত হলে তা নৈরাজ্য ছাড়া আর কী বলা যায়! তাই বলে রাজ্যপালের কি অধিকার জন্মায় সেই কমিশনারকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করার? সাংবিধানিক পদে আসীন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবিধানের রক্ষক রাজ্যপাল যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাও কি তাঁর মুখে মানায়? রাজভবনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে কমিশনারের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘আমি আপনাকে নিয়োগ করেছি, আর আপনি আমাকে হত্যাশ করছেন। আপনি কর্তব্য পালনে



ফেল করেছেন। রাস্তায় যে শব্দদেহ পড়ে আছে তার জন্য আপনাই দায়ী।’ আরও বলেছেন, ‘কী করে এসব বন্ধ হবে, যখন রক্তসূরের হাতেই ক্ষমতা। তবে মনে থাকতে হবে, রক্তসূর থাকলে মহাকালীও থাকবে।’ রাজ্যপালের কথায়, ‘নরক থেকে শয়তান উঠে এসেছে, তারা নৃত্য করছে।’ রাজ্যপাল শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য কমিশনারকে ডেকে এর থেকেও কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করতে পারতেন, সাংবাদিক বৈঠকে সংবিধানের রক্ষকের মুখে পুরোদস্তর রাজনীতিকের ভাষা ব্যবহার কাল্পনিক ছিল না। রাজ্যপালের কথায় অনেকেই হাততালি দিয়েছেন। শুভেদু অধিকারীর সঙ্গে সিভি আনন্দ বোসের এমনিতেই সম্ভাব নেই। বিরোধী দলনেতা এরপর রাজ্যপালের হাততালি দিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এপিজে কুড়োনোতেও প্রমাদ গুণতে পারেন। সেদিনই একটি টিভি চ্যানেলে আমি মিলিয়ে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তার প্রাণ্য

বিচলিত নন। তাই দিবি সব হজম করে সোয়ার আঁকড়ে আছেন। তাই বলে কোনও বিচারপতির অধিকার জন্মায় না সেই কমিশনারকে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে কটাক্ষভরে পদত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়ার। তা অনাকাল্পিক্ত এবং ধাকচা হবে, রক্তসূর থাকলে মহাকালীও থাকবে।’ রাজ্যপালের কথায়, ‘নরক থেকে শয়তান উঠে এসেছে, তারা নৃত্য করছে।’ রাজ্যপাল শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য কমিশনারকে ডেকে এর থেকেও কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করতে পারতেন, সাংবাদিক বৈঠকে সংবিধানের রক্ষকের মুখে পুরোদস্তর রাজনীতিকের ভাষা ব্যবহার কাল্পনিক ছিল না। রাজ্যপালের কথায় অনেকেই হাততালি দিয়েছেন। শুভেদু অধিকারীর সঙ্গে সিভি আনন্দ বোসের এমনিতেই সম্ভাব নেই। বিরোধী দলনেতা এরপর রাজ্যপালের হাততালি দিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম দাঙ্গা বিধ্বস্ত গুজরাতে যান, বাজপেয়ী চাননি। কালান্বেষে বক্তব্য ছিল, আমি রাষ্ট্রপতি। দেশবাসীর এই

জানেন। গত সপ্তাহে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়াই একজন মন্ত্রীকে বরখাস্তের নির্দেশ জারি করে বসেন। সংবিধানের রক্ষক সংবিধানের পাতা উন্টে একবার দেখার চেষ্টা করলেন না, এমন ক্ষমতা তাঁর আদৌ আছে কিনা। অথচ, রাজ্যপালদের আইন ও সংবিধান বিষয়ে পরামর্শ দিতে বেতনভুক উপদেষ্টারা আছেন। আসলে তারাও মন জোগাতে ব্যস্ত। দিল্লি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য নয়। তাই বলে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে অফিসার বদলির ক্ষমতা কেড়ে নিতে মাঝরাতে অর্ডিন্যান্স জারি করতে হবে? সংবিধান অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সূপ্রিম কোর্ট রাজ্যের অধিকার নিশ্চিত করার পর রাতরাতি সেই রায় খারিজ মোদি সরকারের অর্ডিন্যান্স জারি কি সাংবিধানিক ন্যায় নাকি নৈরাজ্য? তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানার রাজ্যপালেরা

নির্বাচনে হিংসার ইতি কবে হবে?

বিশেষ প্রতিনিধি

একটা ভোট যতরকম অনাচার সম্ভব, সবই এবারের পঞ্চায়েত ভোটে হয়েছে। বুথ জাম, ছপা, ব্যালট খিনতাই, ব্যালট বাস্ত্র পুকুরে ফেলে দেওয়া, বোমাবাজি, কিছুই বাদ যায়নি। যে যেখানে পেরেছে গা জোয়ারি করেছে। তার পরিণামে ভোটপর্বে প্রায় ৪৭-৪৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গণনা শেষ হওয়ার পরেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাও বিশেষ স্বস্তিদায়ক নয়। বিরোধী এজেন্টদের মারধর, শাসানি, অপহরণ, পথ অবরোধ, থানা ঘেরাও, অবস্থান, বোমাবাজি ইত্যাদি সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধেও ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠছে। সাধারণ মানুষ এই সন্ত্রাস চান না। তাঁরা চান, এই হিংসার অবসান হোক। আর কোনও মায়ের কোল যেন খালি না হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল ৮ জুন। তার পর থেকেই শুরু হয় হানাহানি। ৮ জুন থেকে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে ১৯ জন প্রাণ হারান। ৮ জুলাই, ভোটের দিন ১৮ জন নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন তৃণমূল সমর্থক ছিলেন। সিপিএম ও বিজেপির দু’জন করে কর্মী খুন হয়েছেন। কংগ্রেসের তিন সমর্থকের প্রাণ গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা সেদিনই বলেছিলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব ভোটের ব্যবস্থা করা। সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার পরেও কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারবে না কে কাকে গুলি করে দেবে, কাকে মেরে দেবে।’ অর্থাৎ হিংসা যে হবে না, এমন কোনও গ্যারান্টি দিতে পারছেন না নির্বাচন কমিশনার।



শনিবার আহত হয়ে কলকাতার এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন বর্ধমানের এক বাসিন্দা। তিনি সোমবার মারা গিয়েছেন। সিপিএম ও তৃণমূল উভয়েই দাবি করেছে মৃত ব্যক্তি তাদের সমর্থক। মূর্শিদাবাদের এক ব্যক্তিও ভোটের সংঘর্ষে আহত হয়ে কলকাতার

হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি মারা গিয়েছেন রবিবার রাতে। অনেকে আশা করেছিলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে কেউ গোলমাল করতে পারবে না। মোট ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়া হয়েছিল। ভোটের দিন পর্যন্ত এসেছে ৬৭৮ কোম্পানি। রাজ্যে ভোট হয়েছে মোট ৬১ হাজার ৬৬৬ টি বুথে। তার এক চতুর্থাংশ বুথেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা যায়নি। মঙ্গলবার মোট ৩৬৯টি গণনা কেন্দ্রে গণনা চলছে। প্রতি গণনা কেন্দ্রে ৭২ থেকে ৮০ জন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। ক্লেজড সার্কিট টিভির নজরদারিও আছে। কিন্তু তাতেও হিংসা আটকানো হচ্ছে না। আসলে শুধু পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে শান্তিরক্ষা করা যায় না। জওয়ানরা না হয় বুথে বা গণনাকেন্দ্রে নিরাপত্তা দিলেন, কিন্তু তার বাইরে গোলমাল হলে কে ঠেকাবে। গণতন্ত্রে জনতার রায়ই শেষ কথা বলে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উচিত জনান্দেধকে মাথা পেতে নেওয়া। কিন্তু আমাদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব আছে। তারা জনাডেশ নয়, পেশীশক্তির জোরে জিততে চান। প্রত্যেক দলই যদি গন্ডগোল করার সুযোগ খোঁজে তাহলে হাজার পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েও হিংসা ঠেকানো যাবে না। রাজনীতিকদের শুভবুদ্ধিই একমাত্র হিংসা ঠেকাতে পারে। যদিও এই শুভবুদ্ধির উদয় তাঁদের মধ্যে কবে হবে বলা শক্ত। এবারের ভোটে অনেক জায়গায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুষ্কৃতীদের প্রতিরোধ করেছেন। হিংসা যদি না থামে, তাহলে ওই ধরনের প্রতিরোধও বাড়বে।

সবজির আগুন দর! কী খাবে আমজনতা?

বিশেষ প্রতিনিধি

দু’ তিন মাস আগে কথ্য, বাজারে একপ্রকার হেলাফেলায় যাচ্ছিল টমেটো, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে কৃষকরা দাম না পেয়ে রাস্তার পাশে আন্তাকুড়ে পেলো দিচ্ছিল সেই সব বাড়তি টমেটো। হঠাৎ করে সেই টমেটো দেশের অধিকাংশ খুচরো বাজারে সেধুরি হকিয়েছে। কেন্দ্রের ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রকের তথ্যানুযায়ী, ২৯ মে দেশে টমেটোর কেজি প্রতি গড় মূল্য ছিল ২৪.৩৭ টাকা। ঠিক একমাস বাদে ২৯ জুন তা এসে দাঁড়িয়েছে ৫৩.৫৯ টাকা। মেট্রো শহরগুলিতে টমেটো এখন কেজি প্রতি ১০০ থেকে ১২০ টাকা। তবে কেবল টমেটো-ই নয়, কাচা সবজি থেকে শুরু করে মাছ-মাংস, ডিম সবের দামেই যেন আগুন লেগেছে, অথচ কেন্দ্রের দাবি, মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। এই সমস্যা দাড়িয়ে এই কথাটি খানিক উপহাসের মতই ঠেকছে আমজনতার কাছে। ফি-বছর বর্ষা এলেই বিজে, পটল, টেঁড়শ সস্তা হয়, তবে এ বছর কিছুটা ব্যতিক্রমী বাজার ব্যবস্থাপনা দেখা যাচ্ছে বাজার দিকে। এপ্রসঙ্গে, কলকাতার ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, অতিরিক্ত গরমের জন্য বহু আনাজ খেতে নষ্ট



বাজারে জোগান আসার ক্ষেত্রে একটা পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে বলে বিশেষজ্ঞদের দাবি। বছরের গোড়ার দিকে আন্ন-পঁয়াজের দাম স্থিতিশীল থাকলেও এখন তার দাম ও ক্রমেই উর্ধ্বমুখী হয়ে চলেছে। সামনে

উৎসবের মরসুম আসতে চলেছে তার আগে বাজার সামলে রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে জনগন। কেবল সবজি-ই নয়, বৃদ্ধি পাচ্ছে ডালের দামও। নিয়মিত গুঠানামা করছে ভোজ্য তেলের দাম-ও। আগুন দর

ডিমের-ও। রাজ্যের অধিকাংশ খোলা বাজারে এই মুহূর্তে পোলট্রির ডিম সাড়ে ৬ টাকা করে। একমাস আগেই ৫ টাকা ছিল। পাবদা, টাংরা, পারসে ইত্যাদি মাছ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। পোনা

মাছের দামও অত্যন্ত বেশি। ত্রয়লার মুরগির দাম ২৪০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি। পাটার মাংস, ছোট মাছ-সে সব মধ্যবিত্তের ধরাছোয়ার বাইরে, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের তরফে আমাদের প্রতিবেশী মেয়গুলির মূল্যবৃদ্ধির হারের তথ্য দিয়ে দাবি, ভারতে জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। গত মে মাসে কেন্দ্র খুচরো বাজারের মূদ্রাস্ফীতির যে-হার ঘোষণা করেছে, তা নাকি ২৫ মাসের মধ্যে নিম্নতম! তবে এই সব তথ্য নেহাতই হাস্যকর। মন্দা কথা পরিসংখ্যান না, বাজার দর কেবন তা মধ্যবিত্তের হেঁসেলে চু মারলেই বোঝা খুব কিছু কঠিন নয়, প্রতিদিন অগ্নিমূল্য বাজারদর মধ্য বিত্তের হেঁসেলে প্রভাব ফেলছে। নুন আনতে পান্তা ঘোরানো মধ্যবিত্তের দিনগুজরান কষ্টকর হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গত, ‘ব্যংক অফ ইন্ডিয়া’ মূল্যবৃদ্ধির তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে তাদের আর্থিক নীতি রচনা করে। তবে বর্তমান সময়ের সাথে সেই আর্থিক নীতি একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেক্ষেত্রে আর্থিক নীতি রচনার সময় বর্তমান বাজারদর কে মাথায় রেখে আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তবেই আর্থিক নীতি রচিত হওয়া উচিত, তবেই আমজনতা বাজারের অগ্নিমূল্য থেকে স্বস্তি পেতে পারে ।

দুরন্ত ভ্রমণ

রাষ্ট্রপতি ভবনে শ্যুটিং, দিল্লিতে শিবপ্রসাদ-নন্দিতার ফ্রেমে আবীর...



হিন্দি সিনেমা বা ওয়েব সিরিজে আমরা বাংবংবার দেখতে পেয়েছি রাষ্ট্রপতি ভবনের ছবি। নানান সময়, গল্পের কারণে দেখানো হয়েছে রাইসিনা হিলা। সেখানে শ্যুট হয়েছে বেশ কিছু ভারতীয় ছবি, তবে সেই তালিকায় ত্রাতা ছিল বাংলা ছবি। আজ অবধি কোনও বাঙালি পরিচালকই কোনও বাংলা ছবির শ্যুট করেননি রাষ্ট্রপতি ভবনে। এবার ইতিহাস গড়লেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় । তাঁদের আগামী ছবি ‘রক্তবীজ’-এর কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য তাঁরা শ্যুট করলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতি ভবনে শটে কোনও অভিনেতা না থাকলেও দিল্লিতে অন্য শটে দেখা যায় আবীরকে। ছবিতে তিনি দিল্লি নিবাসী প্রবাসী বাঙালি। পরিচালক বলেন, ‘বিজয় টেকের সামনে আমরা আর উল্টোদিকের রাষ্ট্রপতি ভবনা। আলোকিত। স্বপ্নের মত দেখাচ্ছে। ক্যামেরা পাতা হল। শ্যুটিং শুরু হবে। আমি প্রতীপ, আমার সিনেমাটোগ্রাফারকে বললাম, আর চার মিনিট দেখাচ্ছে বৃষ্টি শুরু হতে, যদি একটা শটও নিতে পারি, তবে সেটাই ইতিহাস হবে। শ্যুটিং শুরু হল। ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বোধ হয় প্রথমবার বাংলা সিনেমার ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি ভবনের দৃশ্য দেখা যাবে।’ রোমহর্ষক সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করে

‘ন্যায় ঃ দ্য জার্সিস’ ছবির প্রদর্শন বক্রে নারাজ আদালত

আবার চর্চায় প্রয়াত বলিউড ২০২০ সালে প্রয়াত হন তিনি। গোল্ডে এখনও তাঁকে নিয়ে চর্চার জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি ছেলের জীবন নিয়ে তৈরি ছবির দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন খারিজ করে দিল দিল্লি হাই কোর্ট। বানানো এই ছবি তাঁর করে না বলে জানিয়েছে আদালত। তার হয় সুশান্ত সিংহ প্রাজপুতের। তার একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি সেই ছবির প্রদর্শন বন্ধের আবেদন বাবা কৃষ্ণকুমার সিংহ। সেই আবেদনই খারিজ করেছে দিল্লি হাই কোর্ট। দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি সি হরিশঙ্কর বলেন, “জনপ্রিয় তারকাদের জীবনকে আইনের জালে বেঁধে রাখার চেষ্টা আদপে পরম্পরবিরোধী। আইন তো আর তারকাদের প্রচারের মাধ্যম নয়।”

দিল্লিতে পানীয় জল সঙ্কটের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : প্লাবনের আশঙ্কার সঙ্গে দিল্লিতে পানীয় জলের সঙ্কট। যমুনার জলে বহু এলাকা প্রাণিত হওয়ার কারণে বন্ধ দিল্লির একাধি জল পরিশোধনাগার কেন্দ্র । একারণেই পানীয় জলের সঙ্কট । বৃহস্পতিবারে যমুনা নদীর জল বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে । রাজধানীতে যমুনা বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়ির দোহোগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে যমুনার জল। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, দিল্লির বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। কারণ যমুনার জল বাড়তে থাকায় ওয়াজিরাবাদ, চন্দ্রওয়াল এবং ওখলা জল পরিশোধনাগার কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর তার কারণে রাজধানীর বহু এলাকা আপাতত জলসঙ্কটের মুখে পড়তে পারে বলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার নদীতে জল বেড়ে ২০৮.৪৮ মিটার হয়েছে। ফলে আরও বহু এলাকা প্রাণিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক কর্তারা মনে করছেন, বিকলের মধ্যে জলস্তর আরও বাড়বে, ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। বুধবারই যমুনার জলস্তর ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবারের ছবিটাও একই রকম। জল কমার কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না প্রশাসন। যমুনার কাছাকাছি এলাকাগুলি আগেই প্রাণিত হয়েছে। বুধবার থেকে শহরের ভিতরে জল ঢুকতে শুরু করে। যমুনার জলস্তর যে ভাবে বাড়ছিল সেই পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে কেজরিওয়াল আগেই টুটই করে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন যে, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব নিচু এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দারা যেন সরে যান। শুধু তাই-ই নয়, এই সময় যমুনার কাছাকাছি এলাকায় সাধারণ মানুষকে যেতে নিষেধও করেছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত কয়েক দিন ধরে হাতিকুণ্ড বাঁধ থেকে জল ছাড়ছে হরিয়ানা। যার জেরে যমুনার জলস্তর অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেজরিওয়াল কেন্দ্র সরকারকে আর্জি জানিয়েছিলেন, বাঁধ থেকে জল ছাড়া বন্ধ করতে তারা যেন পদক্ষেপ করে। কিন্তু কেজরিওয়ালের দাবি, কেন্দ্র নাকি তাঁদের বলেছে, বাঁধের অতিরিক্ত জল ছাড়া হবে।

অ্যামাজন মিনিটিভিতে এবং ফায়ার টিভিতে বিনামূল্যে হিপ-হপ ইন্ডিয়ার প্রিমিয়ার

কলকাতা, ১৬ জুলাই : অ্যামাজন মিনিটিভি - ভারতের প্রথম হিপ হপ ভিত্তিক ডান্স রিয়েলিটি শো - হিপ হপ ইন্ডিয়া চালু করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে অ্যামাজনের বিনামূল্যের ভিডিও স্ট্রিমিং পরিষেবা সমস্ত কর্ডগুলিতে সঠিক কাজ করছে । খ্যাতিমান কোরিওগ্রাফার রেমো ডি’সুজা এবং নৃত্যের রানী নোরা ফাতেহি প্রথমবারের মতো বিচারক হিসাবে



উৎসাহে আসছেন, দর্শকরা একতাভিত্তি এবং ভারতের সবচেয়ে বড় হিপ-হপ সেনসেশন হিসেবে কে আবির্ভূত হবে তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে এবং অপেক্ষা করছে। প্রত্যাশার সাথে যোগ করে, স্ট্রিমিং পরিষেবা ২১ জুলাই শুরু হতে চলেছে শোটির প্রোমো উন্মোচন করা হয়েছে । এই প্রোমো সম্বন্ধিত রেমো ডিসুজা এবং নোরা ফাতেহি প্রতিযোগীদের গলি থেকে তুলে হিপ হপ ইন্ডিয়ার সৌরবয়ম মধ্যে যাত্রা শুরু করে, অনুষ্ঠানের ট্যাগলাইনে সত্য হলো গলি সে গ্লোরি তক। প্রতিযোগীদের একটি খুব তাজা এবং রাস্তার অবতারে দেখা যায়, অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করে এবং তাদের শক্তিশালী ভূগর্ভস্থ চাল দিয়ে বিচারকদের মুগ্ধ করেন। প্রোমোটি প্রতিক্রিয়াশীল দেখাচ্ছে, এবং হিপ হপ ফিটার এর সাথে গোটা দেশে কে জড়িয়ে ধরতে প্রস্তুত । অ্যামাজন মিনিটিভির হেড অব কনটেন্ট আমোঘ দুসাদ বলেন হিপ হপ শৈলীতে প্রচুর অব্যবহৃত সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমাদের শো হিপ হপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আমরা সারা দেশের প্রতিভাবান শিল্পীদের একটি বিখ্যাত মঞ্চ প্রদান করার লক্ষ্য রেখেছি। রেমো ডি’সুজার সাথে নোরা ফাতেহি আমাদের সাথে একজন বিচারক হিসাবে যোগদানের সাথে সাথে প্রতিযোগিতার বারটি খুব বেশি হতে চলেছে। এটি শ্রোতা এবং অংশগ্রহণকারীদের সহ সকলের জন্য একটি জয়-জয় পরিস্থিতি কারণ প্রক্শনার উচ্চ অকটেব্রি বিনোদন আশা করতে পারে এবং পরবর্তীরা স্নানমধ্য বিচারকদের কাছ থেকে সেরা মানের টিকনির্দেশনা পাবেন।

শিবপ্রসাদ আরও বলেন, ‘ভোর ৪ টে থেকে সকাল ৭টা অদি কোনো বৃষ্টি পড়ল না। যেখানে আকুওয়েদারে দেখাছিল হেভি রেন, তাহলে বৃষ্টি কোথায় পড়ছিল? অদ্ভুত ভাবে সারা দিল্লি শহর ভাসছে, গুরগাঁও ভাসছে, দিল্লির অন্যান্য জায়গায় বৃষ্টি পড়ছে, শুধু ঐ তিন ঘন্টার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে কোনো বৃষ্টি হল না। শ্যুটিং নির্বিঘ্নে শেষ হল। আমরা গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ‘রাইসিনা হিলস’ ছেড়ে এগোতে শুরু করল। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়া শুরু হল। আমি মনে মনে বললাম আমার মায়ের আশীর্বাদ আর ভগবান আছেন। আর অগণিত দর্শক, যারা আমাদেরকে ভালোবাসেন তাদের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। ‘রক্তবীজ’ সিনেমার সম্ভব প্রথমবার বাংলা সিনেমায় রাষ্ট্রপতি ভবনের সেই অসাধারণ ম্যাজিক আজ থেকে ঠিক ১০০ দিন বাদে আপনারা বড় পর্যা় দেখতে পাবেন। প্রসঙ্গত, পুজোয় মুক্তি পাবে মিমি ও আবীর অভিনীত ছবি ‘রক্তবীজ’। ছবির ঘোষণার সময়ে পরিচালক শিবপ্রসাদ জানিয়েছিলেন, ‘একময় এমন একটা ঘটনা যা সারা পশ্চিমবঙ্গকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তেমনাই কিছুই ছবির বিষয়বস্তু হতে পেরেছে। ‘রক্তবীজ’-এ মিমি ও আবীর ছাড়াও দেখা যাবে ভিক্টর, অনুসূয়া , কাঞ্চন, সত্যম, অম্বরীশ, দেবশীষ্যকে। প্রযোজনা সংস্থার তরফে ছবির পোস্টারও সামনে আনা হয়েছে, তাতে রয়েছে একটি জবাফুলের ছবি, তাতে আশুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। কা্যপনে লেখা, ‘যা চণ্ডী মধুকেটভাদিদেতাদলনী যা মাহিষোমুলিনী ‘ যা ধুশ্রেক্ষচণ্ডমুওমথনী তা রক্তবীজশানী’। রক্তবীজের সাথে যুদ্ধে কে বাঁচবে বাংলাকে? এবার যুদ্ধ হবে। ছবির মিউজিকের দায়িত্ব রয়েছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সুরজিত চট্টোপাধ্যায়, দোহার।

অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুত। তার পরে তিন বছর কেটে। অন্ত নেই। এ বার চর্চায় তাঁর ছবি ‘ন্যায়: দ্য জার্সিস’। প্রয়াত প্রদর্শন বন্ধের আর্জি জানিয়ে সুশান্তের বাবা। সেই আবেদন প্রয়াত অভিনেতার জীবন নিয়ে গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন ২০২০ সালের জুন মাসে মৃত্যু এক বছরের মাথায় ২০২১ সালে পায় ‘ন্যায় ঃ দ্য জার্সিস’ ছবিটি। জানিয়েছিলেন প্রয়াত অভিনেতার

চিত্রর, ১৬ জুলাই : শুক্রবার চন্দ্রযান ৩-কে সঙ্গে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি ভেবে ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এলভিএম৬ রকেট। বৃহস্পতিবার চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য কামনায় তিরুপতি মন্দিরে পূজা দিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। এদিন চন্দ্রযান-৩ এর একটি ছোট রেল্লিকা মডেল নিয়ে তাঁরা পূজা দিতে যান সেখানে। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, চন্দ্রযান ৩ উৎক্ষেপণ হবে ১৪ জুলাই, ২০২৩, শ্রীহরিকোটা থেকে দুপুর ২ টো ৩৫ মিনিট নাগাদ। উৎক্ষেপণের এক দফা ‘রিহাঙ্গলি’ও দিয়ে ফেলছেন বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যে এলভিএম৬ রকেটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে চন্দ্রযান ৩-কে। ইসরো প্রধান জানিয়েছেন, ২০১৯ চন্দ্রযান-২ মিশন আংশিক ব্যর্থ হওয়ার পর চন্দ্রযান - ৩ তার ফলো আপ মিশন। ২০১৯ সালে কর্তৃক মাটি স্পর্শের একেবারে শেষ লগ্নে ভেঙে যায় ল্যান্ডার ‘বিক্রম’। ব্যর্থ হয় চন্দ্রযান-২ মিশন। এরপর তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডারটিকে সফলভাবে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করানো। তারপর

সাইবার নিরাপত্তা আমাদের সাধারণ লক্ষ্য ঃ অমিত শাহ



গুরুগ্রাম, ১৬ জুলাই : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার বলেছেন, সাইবার নিরাপত্তা জেরদার করতে বিশ্বের জন্য এক মঞ্চে আসা প্রয়োজন। এটি আমাদের সাধারণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। একসাথে আমাদের ডিজিটাল বিশ্বকে সুরক্ষিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বৃহস্পতিবার হরিয়ানার গুরুগ্রামে ‘এনএফটি, এআই এবং মোটোভার্সের যুগে অপরাধ এবং নিরাপত্তা’ বিষয়ক জি-২০ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা দ্রুত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করছি। আজ ৮৪০ মিলিয়ন

ধর্মীয় বিতর্ক এড়াতে আগেভাগেই সেন্সর বোর্ডের দ্বারস্থ অক্ষয়

বক্সঅফিসে দীর্ঘদিন হিট-এর মুখ দেখেননি অক্ষয় কুমার। পর পর পাঁচটা ব্লকপ ছবির জেরে এতটাই ক্লান্ত



অভিনেতা যে এবার আর পরবর্তী সিনেমা ‘OMG ২’ নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকিই নিতে চাইছেন না ‘খিলাড়ি’ উপরস্থ এই ছবিতে শিব ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অতঃপর জটীখারী মুখ থেকে হালফিলের কেতাদুরস্ত কোনও সংলাপের জেরে যেন কোনও বিতর্ক না বাঁধে, তাই

গুরুতর অসুস্থ মাধবী মুখোপাধ্যায়, আপাতত সংকটমুক্ত

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাধবী মুখোপাধ্যায় । সাধারণ কিন্তু খুবই গুরুতর। এটি সাধারণত নীচের পায়ের অংশে দেখা যায় তবে এটি শরীরের যে কোনও অংশকে প্রভাবিত করতে পারে। আক্রান্ত ঝুক লাল, শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি তিনি।

জেনারেল ওয়ার্ডে থাকাকালীন অবস্থার অবনতি হয় তাঁর। সেই কারণেই ক্রিটিকাল ইউনিটে স্থানান্তর করা হয় তাঁকে। এখন শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও ক্রিটিকাল কেয়ারেই রাখা হয়েছে তাঁকে। তাঁর বাড়ির তরফে জানানো হয় যে কিছুদিন আগে আচমকই অভিনেত্রীরা ভি পা জুড়ে র‍্যাশ বেরিয়েছিল। যা দেখে প্রথমে অ্যালার্জিই ভাবেন তাঁরা। এরপরেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি হন অশীতিপর অভিনেত্রী। টেস্টের পর জানা যায় তিনি সেলুলাইটিসে আক্রান্ত। এরপরেই তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। তবে বর্তমানে তিনি আপাতত ভালো আছেন। চিকিৎসকের তরফে জানানো হয়েছে যদি বৃহস্পতিবার তাঁর অবস্থা ভালো থাকে তাহলে তাঁকে শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দেওয়া হতে পারে। তবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। **সেলুলাইটিস কী এই রোগ?** সেলুলাইটিস একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত ভ্রুকের সংক্রমণ যা বেশ

আঘাত হানার অভিযোগের দায়ে সিনেনির্মাতাদের বিপাকে পড়তে হয়। CBF-র বোর্ডের র কর্তাঁরাও ‘আদিপুরুষ’-এর মতো বিতর্ক সৃষ্টি হোক চাইছেন না। তাই যৌথভাবেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে সিনেমায় কোনও ধর্মীয় চরিত্র কিংবা ঈশ্বর, ভগবান থাকলে, চূড়ান্ত ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডের রিভাইসিং কমিটির কাছে পাঠানো হবে। তাঁরাই ছবির সংলাপ এবং দৃশ্য ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রসঙ্গত, ‘ও মাই গড’ সিনেমায় এর আগে যেখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল, সেখানে এবার শিবের ভূমিকায় দেখা যাবে অক্ষয় কুমারকে। মাথায় জটা, হাতে ডমরু নিয়ে ‘OMG ২’ সিনেমার টিজারে নতুন অবতারে দেখা গিয়েছে অক্ষয় কুমারকে । এই সিনেমার শ্যুটিং করার সময়ে মায়ের পরামর্শে আর্মিষ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন অভিনেতা।

সাদারণ কিন্তু খুবই গুরুতর। এটি সাধারণত নীচের পায়ের অংশে দেখা যায় তবে এটি শরীরের যে কোনও অংশকে প্রভাবিত করতে পারে। আক্রান্ত ঝুক লাল, কোলা, উষ্ম এবং স্পর্শ করলে খুবই বেদনাদায়ক অনুভূত হয়। ভ্রুকের একটি ফাঁটা অংশ যদি ব্যাকটেরিয়াকে প্রবেশ করতে দেয়, তবে তা এই সংক্রমণের দিকে পরিচালিত করে। এটি সহজেই আপনার বড়প্রবাহ অনুসরণ করে লসিকা গ্রন্থিগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রসঙ্গত, গত বছর এপ্রিলে অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। সেই সময় জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরেই রক্তোন্মত্ততার সমস্যায় ভুগছিলেন অভিনেত্রী। চিকিৎসকরা জানান, তাঁর

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। এ ছাড়া আরও কিছু শারীরিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল অভিনেত্রী। হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। সেই সময় তাঁর মা বলেন, কোভিডের জন্য অনেক দিন মাকে হাসপাতালে এনে ঠিক মতো পরীক্ষা করানো যায়নি। কিন্তু হঠা সুগার বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভেঙে গেল মালান নদীর ব্রিজ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

দেহরাদুন, ১৬ জুলাই : উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়ওয়াল জেলার কোটদ্বার এলাকায় বৃষ্টি ও বন্যার কারণে ভয়াবহ বিপর্যয় সামনে এসেছে। বন্যায় প্রাণিত হওয়ার কারণে রাজ্যের কোটদ্বার-লালখাং হরিদ্বার সড়কের মালান নদীর উপর নির্মিত সেতুটি প্রবল ঝোতের কারণে ভেঙে গেছে। এই সেতু ভেঙে যাওয়ায় কোটদ্বার থেকে সিডকুল ও ভাবর এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এতে কোটদ্বারের সঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার জনসংখ্যার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সচিব পঙ্কজ পাণ্ডে জানিয়েছেন, লেলা প্রশাসনের দল ঘটনাস্থলে রয়েছে। পুরোদমে শুরু হয়েছে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা। এই দুর্ঘটনার কারণে সেখানে ভিড জমেছে, যা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চাকরি খোয়ালেন ২৪ পুলিশ কর্মী ও অফিসার

অসম, ১৬ জুলাই : আসাম রাজ্য পুলিশের ২৪ জন অফিসার ও কর্মীকে নানা ধরনের অসদাচরণের অভিযোগের জন্য চাকরি হারাতে হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে পুলিশের বাবুন্টি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অফিসার - কনস্টেবলদের আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। আসামরাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক জিপি সিংহ জানিয়েছেন, গত ৫ মাসে মোট ২৪ জনকে চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছে। বিভাগীয় নীতিনিয়ম মেনেই তারা প্রতি শ্টিটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। দূর্নীতি, উকোচ গ্রহন, কর্মরত অবস্থায় মদ্যপান ইত্যাদি ঘটনায় তাদের চাকরি হারাতে হয়েছে। অন্যদের ও সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

বিধ্বংসী আগুন

লখনউ, ১৬ জুলাই : গ্রেটার নয়ডার গ্যল্যাক্সি প্লাজা শপিং কমপ্লেক্সে বিধ্বংসী আগুন। বৃহস্পতিবার দুপুরে আগুন লাগে গ্রেটার নয়ডার গৌর সিটি ১-এ অবস্থিত গ্যল্যাক্সি প্লাজা শপিং কমপ্লেক্সে। শুরু হয়েছে আগুন নেভানোর কাজ। প্রাথমিক অনুমান, শট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে শপিংকেন্দ্র। যদিও ততহতের বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করেনি পুলিশ।

দুরন্ত বাৰ্তা

বেলপাহাড় স্টেশনে ট্রেন থামানোর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৬ জুলাই : যাত্রীদের সুবিধার জন্য, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে পরবর্তী পরামর্শ না দেওয়া পর্যন্ত বেলপাহাড় স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হবে : ১২৮১০ হাওড়া সি-এসএমটি (মুম্বাই) মেল, ১৫.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। ১২৮০৯ CSMT (মুম্বাই)- হাওড়া মেল, ১৫.০৭.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ১৮১০৯ টাটানগর-ইটওয়ারি এক্সপ্ৰেস, ১৬.০৭.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ১৮১১০ ইতওয়ারি - টাটানগর এক্সপ্ৰেস, ১৬.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। ১৬২৮৮ রাজেন্দ্র নগর-দুর্গ দক্ষিণ বিহার এক্সপ্ৰেস, রাজেন্দ্র নগর থেকে ১৫.০৭.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বেলপাহাড়ে থামবে। ১৬২৮৭ দুর্গ- রাজেন্দ্র নগর দক্ষিণ বিহার এক্সপ্ৰেস, ১৬.০৭.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু। ১৮১১৬ টাটানগর-বিলাসপুর এক্সপ্ৰেস, ১৫.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। ১৮১১৪ বিলাসপুর-টাটানগর এক্সপ্ৰেস, ১৬.০৭.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু।

বিধানসভায় আসন্ন বর্ষা অধিবেশনে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল আনছে অসম সরকার : হিমন্তুবিশ্ব শৰ্মা

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল আনতে চলেছে অসম সরকার। অসম বিধানসভার আসন্ন বৰ্ষাকালীন অধিবেশনে পেশ করা হবে প্রস্তাবিত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বিল, আজ দু’তরার সঙ্গে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তুবিশ্ব শৰ্মা।



শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকার রাজ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি বিল আনার প্রস্তুতি

প্রায় চূড়ান্ত করে নিয়েছে। প্রস্তাবিত আইনটি রাজ্য বিধানসভার আসন্ন বৰ্ষা অধিবেশনে পেশ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আশা করা হচ্ছে। তবে আসন্ন বৰ্ষাকালীন অধিবেশনে সম্ভব না হলে, আগামী জানুয়ারিতে শীত কাালীন অধিবেশনে এই বিল পেশ করা হবে, তা-ও শুনিয়ে রেখেছেন তিনি। জোরের সঙ্গে ড. শৰ্মা

বলেন, বহুবিবাহ বিরোধী বিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড, ইউসিসি)-র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়নের বিষয়টি সংসদেৰে এখনিয়ারে থাকলেও রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে নির্দিষ্ট দিকগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য হলো, অবিলম্বে অসমে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইউসিসি-র বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে জটিল বিষয়গুলি আইন কমিশন এবং সংসদীয় কমিটি পরীক্ষা করছে। গত মে মাসে অসম সরকার বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের বৈধতা মূল্যায়নের জন্য গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কমি ফুকনের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্যানেল গঠন করেছে। প্যানেলে রয়েছেন অসমের অ্যাডভোকেট জেনারেল দেবজি শইকিয়া, অসমের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল নলিন কোহলি এবং গৌহাটি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট নৈকিবুর জামান, জানি তিনি।

Name Change I, KAZI RESALAT ALI (old name) S/O LT. KAJI AJJULI Presently residing at Vill-Majurhati, PO- Mohisda, PS- Keshpur, West Medinipur- 721150, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAJI RESALAT ALI, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 13/07/2023. KAZI RESALAT ALI and KAJI RESALAT ALI both are same and one identical person.	Name Change I, MALLICK MOSTAFA MOLLIICK MOSTAFA(old name) S/O Aftchad Mallik Resident of Jessure, Raghopbpur, jesur Joidangan, North 24 Parganas, Pin-743233, WEST BENGAL, India. I have changed my name to (shall henceforth be known as) Mollick Mosta, (New name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/07/2023.Mollick Mosta MALLICK MOSTAFA, MOLLIICK MOSTAFA all are same and one identical person.
Name Change I, KAZI RAFAYET ALI (old name) S/O KAJI RESALAT ALI Presently residing at Vill-Majurhati, PO- Mohisda, PS- Keshpur, West Medinipur- 721150, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAJI REFA YET ALI, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 13/07/2023. KAZI RAFAYET ALI and KAJI REFA YET ALI both are same and one identical person.	Name Change I, Amarendra Bhowmick (old name) S/O Late Atul Bhowmick Presently residing at Manikpur, Nababapally, Dumdum(M), Italgacha, 24 pargana North, West Bengal- 700079, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Amarendra Nath Bhowmick, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 13/07/2023. Amarendra Bhowmick and Amarendra Nath Bhowmick both are same and one identical person.
Name Change I, JAMILA TAHER TAMBAAWALA (old name) D/O SHAKIR CALCUTTAWALA Presently residing at Home 57, BL- B, 5th Flr, 57B, G.J.Khan Road, Flat No 54, Tiljala, Kolkata, Pin-700039, PS-Tiljala West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JAMILA TAMBAAWALA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/07/2023. JAMILA TAHER TAMBAAWALA and JAMILA TAMBAAWALA both are same and one identical person.	Name Change I, BHUBAN DAS (old name) S/O SHYAMPADA DAS Presently residing at Dhapadnapi, Paschim Mallikpur, PO- Dhapadnpi, Baruipur, South 24 Pgs-74387 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BHUBANCHANDRA DAS, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 13/07/2023. BHUBAN DAS and BHUBANCHANDRA DAS both are same and one identical person.
Name Change I, JOKHLAN PRASAD JAISWAL alias JOKHAN PRASAD JAISWAL alias JOKHAN JAISWAL (old name) S/O BUDDHU SHAW Presently residing at 72/6 BON BIHARI BOSE ROAD, PO RAMKRISHNAPUR, HOWRAH- 711101 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JOKHAN SHAW, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 12/07/2023. JOKHLAN PRASAD JAISWAL, JOKHAN PRASAD JAISWAL, JOKHAN JAISWAL and JOKHAN SHAW both are same and one identical person.	Name Change I, HASEN ALI SK (old name) S/O HERRMAT SEKH Presently residing at Vill-Magura Naskar Pukur, PO- Gandhabadull, PS- Bishnupur, Dist- 24 Pgs(S)- 743503 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) HASEN SEKH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 13/07/2023. HASEN ALI SK and HASEN SEKH both are same and one identical person.
Name Change I, KUNDAN KUMAR JAISWAL (old name) S/O JOKHAN SHAW Presently residing at 72/6 BON BIHARI BOSE ROAD, PO RAMKRISHNAPUR, HOWRAH- 711101 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KUNDAN JAISWAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 12/07/2023. KUNDAN KUMAR JAISWAL and KUNDAN JAISWAL both are same and one identical person.	Name Change I, FARAJ SHAIKH (old name) S/O ALIHIM SEKH Presently residing at Vill- Talukhuda, PO-Talukhuda, PS- Chapra, Nadia- 741123 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FARAJ SEKH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 13/07/2023. FARAJ SHAIKH and FARAJ SEKH both are same and one identical person.
Name Change I, ASHOK DHARA alias ASHOKA DHARA (old name) S/O KANTI DHARA Presently residing at 149 GOSWAMI PARA ROAD , BALLY , HOWRAH- 711201 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHOKE DHARA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/07/2023. ASHOK DHARA, ASHOKA DHARA and ASHOKE DHARA both are same and one identical person.	Name Change I, MANIRUL SHAIKH (old name) S/O ALIHIM SEKH Presently residing at Vill- Talukhuda, PO-Talukhuda, PS- Chapra, Nadia- 741123 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MANIRUL SEKH, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 13/07/2023. MANIRUL SHAIKH and MANIRUL SEKH both are same and one identical person.
Name Change I, MOHUA CHOWDHURY (old name) W/O KAUSHIK NARAYAN CHOWDHURY Presently residing at 188/A, Prince Anwar Shah Road, PS- Lake, Kolkata-700045 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MAHUA CHOWDHURY, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 13/07/ 2023. MOHUA CHOWDHURY and MAHUA CHOWDHURY both are same and one identical person.	Name Change I, LILA BISWAS (old name) D/O SAMARENDRA NATH BISWAS Presently residing at North Jogendra Nagar Muragachhda, Jugberia, Barrackpore, Pin-700110 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SARMILA DEVI DASi, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/07/2023. LILA BISWAS and SARMILA DEVI DASi both are same and one identical person.

প্রথমবার উইম্বলডনের সেমিতে আলকারাজ



লন্ডন, ১৩ জুলাইঃ কে বলবে তার বয়স মাত্র ২০ বছর। যদিও এই প্রথম নয়, তিনি এর আগেও টেনিস দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন। কথা হচ্ছে ২০২২ সালের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে নিয়ে। এ বারের উইম্বলডনের শীর্ষবাছাই স্প্যানিস টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ তিনি অপ্রতিরোধ্য। তা বার বার প্রমাণ করছেন। ঘাসের কোর্টে পুরুষদের সিঙ্গেলসের কোয়ার্টার ফাইনালে আলকারাজ তাঁর ছেলেবেলায় বন্ধু হোল্লার রনকে হারিয়েছেন। এই প্রথম বার উইম্বলডনের সেমিফাইনালে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন ছেলেবেলায় ২ বন্ধু। দু’জনেরই বয়স কুড়ি। মাত্র ৬ দিনের ছোট-বড় তাঁরা। এই প্রথম বার উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে অনূর্ধ্ব-২১ এর ২ জন টেনিস প্লেয়ার মুখোমুখি হলেন। এ বারের উইম্বলডনের ষষ্ঠ বাছাই ছিলেন হোল্লার রন। আর কার্লোস শীর্ষ বাছাই শেষ আটের লড়াইয়ে আলকারাজের কেরামতির সঙ্গে পেয়ে ওঠেননি হোল্লার রন। তাই শেষ অবধি ম্যাচের ফল হয় ৭-৬ (৬), ৬-৪, ৬-৪। যা যায় কার্লোস আলকারাজের পক্ষে। উইম্বলডনের শেষ চারে উঠে স্পেনের টেনিস স্টার কার্লোস আলকারাজ বলেন, “উইম্বলডনের সেমিফাইনালে ওঠার অনুভূতিটা অসাধারণ। আমি যখন থেকে টেনিস খেলা শুরু করেছিলাম, সেই সময় থেকেই এই স্বপ্নটা দেখেছিলাম। উইম্বলডনের সেমিফাইনালে খেলতে পারব, আমার একটা স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে।” বর্তমানে যে ছন্দে রয়েছেন আলকারাজ, তাতে সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ দানিল মেদভেদভেকে তিনি হারিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। উল্লেখ্য, চলতি উইম্বলডনের আর এক সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ এবং ইতালির টেনিস প্লেয়ার জানিক সিনার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭০০ উইকেটের মালিক অশ্বিন

প্রশংসা করলেন যশস্বীর



ডমিনিকা, ১৩ জুলাইঃ রবিচন্দ্রন অশ্বিন ডমিনিকায় ইতিহাস গড়েছেন। তৃতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭০০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েছেন। এবং এই নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে ৩৩ বার পাঁচ উইকেট নিলেন রবি অশ্বিন। ডমিনিকা টেস্টের প্রথম দিন ভারতের স্টার পারফর্মার বলতেই হবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। সেই অশ্বিনই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম

দিনের শেষে যশস্বী জয়সওয়ালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। টিম ইন্ডিয়ায় রাহিজ স্টার যশস্বীকে নিয়ে কী বললেন অশ্বিন? ডমিনিকা টেস্টের প্রথম দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭০০ উইকেটের রেকর্ড পূর্ণ করার পর অশ্বিনকে নিয়ে মেতে উঠেছিলেন তাঁর সতীর্থরা। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের শেষে অশ্বিন বলেন, “এই উইকেট স্লো হচ্ছে। প্রথম সেশনে বোলিং করে বেশি আনন্দ পেয়েছি। পরের দিকে

নিজের পরিকল্পনা বদলাতে হয়েছে। বর্তমানে এত ক্র্যাঞ্চাইজি লিগ রয়েছে, তাতে আমাদের মাথা ঘুরেই যেতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আনন্দই আলাদা।” আইপিএল থেকে জাতীয় দলের দরজা খুলে যাওয়া ক্রিকেটারদের তালিকায় ঢুকে পড়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে ডমিনিকায় ওপেনিংয়ে নেমেছিলেন যশস্বী। যশস্বীর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটাররা আশাবাদী। তাঁর ডেবিউ টেস্টের প্রথম পারফরম্যান্স দেখে অশ্বিন বলেন, “শেষ ওভারের প্রথম বলেই রিভার্স সুইপ। এটা থেকেই বোঝা যায়, যশস্বী কেমন খেলতে পারে। দারুণ প্রতিভা। আশা করছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছাপ ফেলবে। টিমের মধ্যেও ওকে নিয়ে বড় প্রত্যাশা রয়েছে। সকলেই ওর পাশে রয়েছে।” অশ্বিন-জাভেজাদের দাপটে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানেই গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে সর্বাধিক রান (৪৭) করেন ডেবিউ টেস্টে খেলতে নামা অ্যালিক আথানেজ। তিনি বলেন, “অশ্বিনকে খেলতে বেশি সময়সায় পড়েছি। ঘরের মাঠের সমর্থকদের সামনে অভিষেক ম্যাচ। স্নায়ুর চাপে ভুগছিলাম। জাভেজাও ভালো বোলিং করেছে। তবে অশ্বিনকে খেলা খুবই কঠিন।”

সেরা ফুটবলার মেসি, মায়ামি ডেবিউয়ের আগে আর্জেন্টাইনের ঝুলিতে জোড়া পুরস্কার



লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জুলাইঃ টিমের হয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে ফুটবল বিশ্বের প্রায় সবকটি ট্রফি জিতেছেন লিওনেল মেসি। ক্লাব ফুটবলে অত্যন্ত সফল লিও গত বছর ফুটবল বিশ্বকাপ জেতায় ফোলকলা পূর্ণ হয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপ জেতার পর থেকে পুরস্কারের ঝুলি উপতে পড়ছে মেসির। আর্জেন্টাইন মহাতারকার ক্যারিবিয়নে টাই হতে চলেছে আরও দুটো ট্রফির। শ্রীষ্ট মেজর লিগ সকারের টিম ইন্টার মায়ামির হয়ে অভিষেক হতে চলেছে লিওর। সব টিকটাক থাকলে আগামী ২৩ জুলাই মায়ামির হয়ে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে ডেবিউয়ের আগে জোড়া পুরস্কারের ভূষিত হলেন তিনি। ‘বেস্ট সকার প্লেয়ার’ এবং ‘বেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পারফরম্যান্স’ এই দুটো বিভাগে ইএসপিওয়াই পুরস্কার পেয়েছেন লিওনেল মেসি। ইএসপিওয়াই- হল ‘এক্সপ্লেস ইন স্পোর্টস পারফরম্যান্স অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস’ অ্যাওয়ার্ড। ফিফা বিশ্বকাপ জেতার পর ৩৫ বছরের আর্জেন্টাইন তারকা গত ফেব্রুয়ারি মাসে ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কার জেতেন। এই নিয়ে রেকর্ড সপ্তম বার ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি ২০২৩ ইএসপিওয়াই পুরস্কার পেলেন মেসি। বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের জন্য সেরা ফুটবলার এবং সেরা চ্যাম্পিয়নশিপ পারফরম্যান্সে ‘এক্সপ্লেস ইন স্পোর্টস পারফরম্যান্স অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস’ অ্যাওয়ার্ড পেলেন তিনি। লস অ্যাঞ্জেলেসের ডেলি থিয়েটারে ইএসপিওয়াই বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করেছে। তাঁদেরই মধ্যে রয়েছেন মেসি। এদিকে মায়ামি রীতিমতো মেসি জ্বরে কবে। ইতিমধ্যেই ফ্লোরিডায় পৌঁছে গিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্য তৈরি মায়ামি। আগামী ১৬ জুলাই ইন্টার মায়ামির সঙ্গে সই সাবুদ সেরে ফেলবেন মেসি। সেদিন বেকহ্যামের ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন পপ স্টার শাকিরা, ব্যাড বানি ও মালুমাররা। সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে আডাই বছরের চুক্তি করতে চলেছে মেজর লিগ সকার ক্লাবটি।

হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াল বাংলাদেশ, শেষ ম্যাচে হারলেও সিরিজ ভারতের

ঢাকা, ১৩ জুলাইঃ দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ১০০-র কম রানের পূঁজি নিয়ে জিতেছিল ভারত। হারের ভয় কাটিয়ে ম্যাচ জিতে যায় ভারত। একইসঙ্গে সিরিজ পকেটে পোরে হরমনপ্রীত কৌরের টিম। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের মেয়েদের হোয়াইটওয়াশ করার লক্ষ্যে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। তৃতীয় টি-২০তেও আহমদির রান ওঠেনি উইমেন ইন ব্লুর ঝুলিতে। তবে এদিন আর দীপ্তি শর্মাদের কামাল দেখা গেল না। ফলস্বরূপ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ হারে বসলেন হরমনরা। শেষ ই বাংলা স্টেডিয়ামে শেষ টি-২০ ম্যাচ ৪ উইকেটে জিতে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা বাচিয়েছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। ভারত সিরিজ জিতল ২-১ ব্যবধানে। ম্যাচের প্রথমদিকে যেন দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের পুনরাবৃত্তি। দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের স্পিন আক্রমণের ৯৫ রানে ধসে পড়েছিল ভারতের ইনিংস। এদিনও সুলতানা খাতুন, রাবেয়া খাতুনরা ভারতকে

আটকে দেন মাত্র ১০২ রানে। ভারতের ৯টি উইকেট দখল করলেন স্পিনাররাই। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হরমনপ্রীত কৌর। নিয়মরক্ষার ম্যাচে হারান করেছেন স্মৃতি মাহান্না (১)। তাঁকে ফেরান সুলতানা খাতুন। টি-২০র মারকুটে ব্যাটার শেফালি ভার্মা ফেরেন ১১ রানে। ভারতের স্কোর ১০০-র উপরে নিয়ে যেতে ভূমিকা নিলেন হরমনপ্রীত কৌর ও জেমিমা রুদ্টিসেজ। জেমিমা ২৬ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেললেন। ক্যাটেনের



ব্যাটে এল ৪১ বলে ৪০ রানের শেষমেশ ৯ উইকেট হারিয়ে মন্ডর ইনিংস। বাকিরা তথৈবচ। ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ১০২ রান।

মেয়েদের বিশ্বকাপের ২০ হাজার টিকিট বিনামূল্যে দিচ্ছে ফিফা



জুরিখ, ১৩ জুলাইঃ এখন পর্যন্ত বিক্রি হওয়া ১০ লাখ টিকেটের বেশিরভাগই যৌথ আয়োজক অস্ট্রেলিয়ায় বিক্রি হয়েছে। বিশ্বকাপের ফেভারিট দলগুলোর একটি ধরা হচ্ছে ডায়েনরো। সেই তুলনায় নিউ জিল্যান্ডে ফুটবল নিয়ে মাতামাতি নেই বললেই চলে। তাই সেখানকার দর্শকদের স্টেডিয়ামে বসে ফুটবল দেখার প্রতি আকৃষ্ট করা খুবই কঠিন

বলেন উল্লেখ্য করেন ফিফার মহিলা ফুটবলের প্রধান অফিসার সারা ই বার্ম্যান। ফুটবলের বৈশ্বিক আসরে নিউ জিল্যান্ডের মেয়েদের পারফরম্যান্সও যাচ্ছেতাই। বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত পাঁচ আসরে অংশ নিয়ে জয়ের খাতাই খুলতে পারেনি তারা। আগামী বৃহস্পতিবার নিউ জিল্যান্ড ও নরওয়ের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে মেয়েদের ফুটবলের বৈশ্বিক আসরে।

‘ক্রোনো-২৪’ ঘড়ির ব্যবসায় টাকা ঢাললেন রোনাল্ডো

রিয়াম, ১৩ জুলাইঃ বিলাসবহুল ঘড়ির প্রতি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর টান নতুন নয়। পর্তুগিজ তারকার সংগ্রহে রোলেক্স, হাবলট, কার্টিয়ার থেকে ফ্রাঙ্ক মুলেরের দামি ঘড়ি আছে। এবার ঘড়ির প্রতি মনোযোগ নিয়েছেন আল নাসরে ফরোয়ার্ড। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রোনাল্ডো এই কোম্পানির কিছু শেয়ারের মালিক হয়েছেন। তবে কী পরিমাণ শেয়ার, তা জানানো হয়নি। ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেছে, ক্রোনো-২৪-এর প্রতিষ্ঠাতা টিম স্ট্রাকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন রোনাল্ডো। ক্রোনো ২৪-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘পৃথিবীতে যারা ঘড়ি ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য দারুণ খবর-ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো শেয়ারের মালিক হিসেবে ক্রোনো ২৪-এ যোগ দিয়েছেন।’ ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্রোনো-২৪ পৃথিবীর প্রায় ৬ হাজার ডিলারের কাছ থেকে ৫ লাখ ৬০ হাজার ঘড়ি নিয়ে তা বিক্রির জন্য প্রদর্শন করেছে।

১২০টি দেশে ঘড়ির বিক্রির জন্য প্রায় ৬০ হাজার ব্যক্তিগত বিক্রয়কর্মীও আছে প্রতিষ্ঠানটিরা। এখানে কেনা ঘড়ি বিক্রি করা যায়। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, প্রতি মাসে প্রায় ৯০ লাখ ঘড়িপ্রেমী তাদের সাইটে টু মারেন। বিলাসী পণ্যের প্রতি রোনাল্ডোর টান নতুন নয়। তাঁর নিজের সংগ্রহেই মোট ৫০ লাখ পাউন্ড মূল্যের কিছু ঘড়ি আছে। তার মধ্যে ফ্রাঙ্ক মুলের প্রতিষ্ঠানের বানানো হীরকখচিত একটি ঘড়ির দাম ১৬ লাখ পাউন্ড। আছে ৪ লাখ পাউন্ড দামের রোলেক্স জিএমটি-মার্সার টু মডেলের ঘড়িও। রোনাল্ডোর গ্যারাজে যতগুলো গাড়ি আছে, তার মোট দাম প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড। রোনাল্ডো কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন, তা জানা যায়নি। টিম স্ট্রাক এ নিয়ে বলেছেন, ‘টারাক অফটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রোনাল্ডো এই প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা নিয়ে নিজে বলেছেন, ‘ঘড়ির সংগ্রাহক এবং ক্রোনো-২৪ এর একজন ক্রেতা হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মালিক হতে পারাটা আমার জন্য আনন্দের।’



‘আমরা তোমার অপেক্ষায় মেসি’- যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে মেসি-উন্মাদনা

মায়ামি, ১৩ জুলাইঃ লিওনেল মেসি কোথাও যাবেন, তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা মাত্রা ছাড়বে না তা কী করে হয়! আর্জেন্টিনার অধিনায়ক তো মায়ামিতে বেড়াতে যাননি। ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলবেন। তাঁকে বরণ করে উদযাপন। তেমনই হওয়ার কথা। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামির মাঠের ফল খুবই বাজে। কিন্তু এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে যে ফুটবল ক্লাবটিকে নিয়ে বিশ্ববাসীর আগ্রহ, সেটি মায়ামি। আর সেটি মেসির কারণেই। জুনের শুরুতেই মেসি সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি কোথায় যাবেন, এ নিয়ে চলছিল বিতর্ক গবেষণা। মেসির কাছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের অবিশ্বাস্য অঙ্কের প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাভিত্তিক ক্লাব ইন্টার মায়ামিকেই। মেসির আগমন সাজসাজ রব ফেলেছে মায়ামিতে। মাঠের লড়াইয়ে মোটামুটি বার্থ একটা দলকে নিয়ে এমন আগ্রহ সত্যিই অন্যমাত্রার। এরই মধ্যে মায়ামির সব ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। তাদের স্টেডিয়ামেও তেরি করা হচ্ছে নতুন গ্যালারি। মেসি যেখানে আসবেন, সেখানে ছোট গ্যালারি দিয়ে কী আর হয়! সেখানে তো বড় গ্যালারির প্রয়োজন। মঙ্গলবার মেসির বিমান মায়ামির

মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভালোবাসার আয়োজন শুরু হয়। বিমানবন্দরটি মায়ামির মাঠ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বহু ভক্ত বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকাকে স্বাগত জানাতো। গান ধরেছিলেন তাঁরা, ‘আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি মেসি...!’ এমন অনেকে সেখানে গিয়েছিলেন, যাঁরা মেসিকে চোখের দেখাটাও দেখতে পাননি, ‘মেসিকে দেখিনি, তাহলে কী হয়েছে! তাঁকে পরে দেখব, হয়তো ১০ দিন পর কিংবা এক মাস পর। আমরা এখানে এসেছি তাঁর জন্যই।’ মায়ামির ভক্তরা এখন মেসির অভিষেকের অপেক্ষায়। সে মাহেস্তক্ষণ ২১ জুলাই-লিগ কাপে মায়ামির মুখোমুখি



আগে ফ্লোরিডায় এসেছিলেন জীবিকার সন্ধানে। তিনি উচ্ছ্বসিত নিজের দেশের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের যুক্তরাষ্ট্রে আগমনে। তাঁর মতে, মেসির আগমন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলের জন্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা। রাউলের বিশ্বাস, মেসি ইন্টার মায়ামিতে খেলতে আসায় যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলের গুণগত পরিবর্তন ঘটবে, ‘মেসি ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার। মারাদোনো কিংবা

হবে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুল। সেই ম্যাচ আমেরিকান-মেক্সিকান-কানাডিয়ানসহ অনেকেরই অলিমপিয়া পরিণত হবে। রাউল পাতিনো একজন আর্জেন্টাইন। প্রায় এক যুগ

বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ছোট বাচ্চাদের যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেন খেলা পছন্দ কর, তাহলে তারা অবশ্যই ফুটবলের কথা বলবে। মেসির আগমনের প্রভাব এমনই।’ মেসি যদিও এখনো মাঠে নামেননি। কিন্তু এরই মধ্যে মেসির যুক্তরাষ্ট্রে আসার অর্থনৈতিক প্রভাবটা বোঝা যাচ্ছে। এরই মধ্যে ইন্টার মায়ামির ম্যাচের টিকিটের মূল্য কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ম্যাচটির টিকিটের মূল্য সাধারণ সময়ে ছিল ২৯ মার্কিন ডলার। সেটিই এখন মেসির কারণে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৯ ডলারে। ইন্টার মায়ামিতে মেসি খেলবেন বার্সেলোনা ও আর্জেন্টিনার প্রাক্তন কোচ জেরার্দো মাটিনের অধীনে। একই সঙ্গে মায়ামিতে মেসির সতীর্থ হিসেবে থাকবেন প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকা সের্হিও বুসকেতস। মায়ামির আর্টিস ওয়াইনুড এলাকার মেসির বিশাল একটা পোট্রেট তৈরি করা হয়েছে। তাঁর এই বিশাল পোট্রেট একেছেন একজন আর্জেন্টাইন। তাঁর নাম ম্যাক্সিমিলিয়ানো বার্সেলোনা। তবে এখন পর্যন্ত মেসির মুখের ছবিটিই আঁকা হয়েছে। বাগনাক্সো তাঁর গোটা শরীর আঁকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে দেখা যাবে মেসিকে। মেসি এখনো মাঠেই নামেননি, কিন্তু তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে। মাঠে নামলে এই উন্মাদনা কোথায় গিয়ে ঠেকে-এখন দেখার বিষয় সেটিই।

বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ছোট বাচ্চাদের যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেন খেলা পছন্দ কর, তাহলে তারা অবশ্যই ফুটবলের কথা বলবে। মেসির আগমনের প্রভাব এমনই।’ মেসি যদিও এখনো মাঠে নামেননি। কিন্তু এরই মধ্যে মেসির যুক্তরাষ্ট্রে আসার অর্থনৈতিক প্রভাবটা বোঝা যাচ্ছে। এরই মধ্যে ইন্টার মায়ামির ম্যাচের টিকিটের মূল্য কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ম্যাচটির টিকিটের মূল্য সাধারণ সময়ে ছিল ২৯ মার্কিন ডলার। সেটিই এখন মেসির কারণে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৯ ডলারে। ইন্টার মায়ামিতে মেসি খেলবেন বার্সেলোনা ও আর্জেন্টিনার প্রাক্তন কোচ জেরার্দো মাটিনের অধীনে। একই সঙ্গে মায়ামিতে মেসির সতীর্থ হিসেবে থাকবেন প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকা সের্হিও বুসকেতস। মায়ামির আর্টিস ওয়াইনুড এলাকার মেসির বিশাল একটা পোট্রেট তৈরি করা হয়েছে। তাঁর এই বিশাল পোট্রেট একেছেন একজন আর্জেন্টাইন। তাঁর নাম ম্যাক্সিমিলিয়ানো বার্সেলোনা। তবে এখন পর্যন্ত মেসির মুখের ছবিটিই আঁকা হয়েছে। বাগনাক্সো তাঁর গোটা শরীর আঁকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে দেখা যাবে মেসিকে। মেসি এখনো মাঠেই নামেননি, কিন্তু তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে। মাঠে নামলে এই উন্মাদনা কোথায় গিয়ে ঠেকে-এখন দেখার বিষয় সেটিই।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৫ বর্ষ • অষ্টম সংখ্যা • ১ জুলাই ২০২৩

চিকিৎসক

দিবস

- রোরোটিক সার্জারিতে হাটু পরিবর্তন
- বিনাইন প্রস্টেট হাইপারপ্লাসিয়া
- পেডিয়াট্রিক অ্যাজমা প্রতিরোধে
- অনিয়ন্ত্রিত হাইপার টেনশন
- উঁড়ি বাদ দিয়ে সুস্থ থাকুনউঁড়ি।
- সচেতন থাকুন দরকার

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে লগ অন করুন
www.suchikitsa.in